বেণু ও বীণা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-
বিরচিত।

কলিকাতা :

সমাজপতি ও বসু কর্ত্তৃক

৪৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

১৩১৩।

এক টাকা।

বেণু ও বীণা।

ভূমিকা।

'বেণু ও বীণা'র অধিকাংশ কবিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতা গুলি ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলির নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী এম্, এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি, এ এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা;
১লা আশ্বিন, ১৩১৩।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উৎসর্গ।

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন,
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন,
যিনি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক,
সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশে
এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়				পৃষ্ঠা

বেণু ও বীণা।

আরম্ভে।

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকান' যা'ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি' বাজে!

মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা,
পুলক-প্লাবনে পরাণ ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা!

বেণু ও বীণা।

হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে—গানে,
শিহরি, মূরছি,—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিয়া, তুলিয়া, ঝঙ্কারে—বীণাতানে ?

বিপুল সুখের আকুল অশ্রুধারা,—
মর্ম্মতলের মর্ম্মরময়ী ভাষা,—
ধ্বনিয়া তুলিবে—স্পন্দনে হ'য়ে হারা,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা !

কতদিন হ'ল বেজেছে ব্যাকুল বেণু,
মানসের জলে বেজেছে বিভোল্ বীণা,
তারি মূর্চ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা !

পরাণ আমার শুনেছে সে মধু বাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী-দেবী ! হে মোর রাগিণী-রাণী !
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণা'র তানে ?

অনিন্দিতা।

ধূলিরে সুন্দর করি এস তুমি, হে সুন্দরী,
ধূলা পায়ে এস অনিন্দিতা!
পক্ষ্ম-পাখে, আঁখি-পাখী, চাঁদের অমিয়া ছাঁকি'
ঢেলে দিক, হে কবি-বন্দিতা!
অধর কপোলময় ফুলের মিলেছে লয়,
সু-ললাট মতির আবাস,
সৌন্দর্য্যের ধারা বৃষ্টি, বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
কালিন্দীর ঊর্ম্মি কেশপাশ।
ফুলের রচিত দেহ, স্নেহ করুণার গেহ—
লয়ে এস—পরাণ উদার;
অপূর্ব্ব অমৃত-রসে, সিনান করাও এসে,
জ্যোৎস্না-ঘন পরশে তোমার!
আনগো মঙ্গল-ঘট, লয়ে এস অকপট
বেদনা-বুঝিতে-পটু মন,
দু'খানি স্নেহের করে জগতেরে রাখ ধরে,
রাখ বেঁধে অন্তরে আপন।
এস, মন্দ-বায়ু-গতি! সৌন্দর্য্য-রূপিণী সতী!
শোন মোর সৌন্দর্য্যের গীতা;
মনের দুয়ার খুলি, একবার পথ ভুলি,
এস দেবী—এস অনিন্দিতা!

কিশলয়ের জন্মকথা।

চোখ দিয়ে ব'সে আছি, কখন অঙ্কুর ফাটি'
বাহিরিবে প্রথম পল্লব ;
এক মনে আছি চেয়ে, ধরা যদি পড়ে তাহে—
নিখিলের আদি কথা সব।

সারাদিন ব'সে, ব'সে, তন্দ্রা চোখে এল শেষে ;
চরাচর ডুবিল তিমিরে ;
প্রভাতে দেখিনু জেগে, নয়নে কিরণ লেগে—
কচি পাতা কাঁপিছে সমীরে।

আন-গগনের আলো।

আমার কুঞ্জে লতার দুয়ার নিবিড় ছিল না ভাল,
তাই ফাঁকি দিয়ে পশেছে আজিকে আন-গগনের আলো ;
স্বজনি লো—শঙ্খ বাজা,—
আজ আসিয়াছে হৃদয়ে আমার, আমার হৃদয়-রাজা !
অরুণ চরণে শরত প্রভাত—
আজি এল যেন তারি সাথে সাথ,
তারি সাথে সাথ নিবাত সলিলে
দুলিয়া উঠিল আলো ;
স্তব্ধ হিয়ার দু'কূল প্লাবিয়া কিরণে ভরিয়া গেল।

কুঞ্জভবনে লতার দুয়ারে পল্লব দল নাচে,
অযুত গ্রন্থি তন্তুলতার খুলিলে পরাণ বাঁচে,
হে উন্মাদ ভালবাসা,—
ছিঁড়ে দিলে তুমি সব বন্ধন, তুমি কেড়ে নিলে বাসা !
শরতের আলো—ত্রিলোক জুড়িয়া—
তারি সাথে হিয়া গেল যে উড়িয়া,
বাতাসে চড়িয়া আর কতদূর
ছুটিব তোমার পাছে,
কোথা যেতে চাও, কোথা লয়ে যাও, হায় গো কাহার কাছে ?

বেণু ও বীণা।

আমার কুঞ্জদুয়ারের পাশে ছিন্ন লতিকা গুলি—
ব্যথিতের মত চেয়ে আছে, হের, মাখিয়া ধরার ধূলি।
হে মোর সমুদ্র-পাখী,—
তবু চলিয়াছি তোমারি সঙ্গে ব্যগ্র-ব্যাকুল-আঁখি।
ভাঙা হৃদয়ের,—নয়ন জলের—
মরু, হ্রদ ; কত মরীচি—ছলের ;
হাসির জ্যোৎস্না সুখের লহরে
ঘুম যায় নিরিবিলি ;
বিশ্ব-হিয়ার পরতে পরতে হিয়া মোর গেল মিলি।

বিশ্বে আলোক ফুটেনি, তখন, তুমি এসেছিলে যবে,—
অলোক-আলোকে সাঁতারি কখন' তিমিরে কখন' ডুবে।
হে বিশ্ব-ভুবনচারী,—
সৃষ্টি-ছাড়া, কি মন্ত্রের বলে, হৃদয় লইলে কাড়ি!
নিমেষে ফুটাও নিখিলের ছবি,
নিমেষে বুঝাও বুঝিবার সবি,
নিমেষে ছুটাও দ্যুলোকে ভূলোকে
মোহন বংশী রবে ;
আমিও ছুটেছি, সাঁতারি আলোকে—আঁধারে কখন' ডুবে।

নববসন্তে।

ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
কোকিল গাহে তায়;
কিরণ কোলে লহর দোলে,
সলিল বহে যায়!
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায়।
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন হারা
নূতন চোখে চায়,
ফুলের বনে, ফুল ফুটেছে,
সমীর মূরছায়।

সোনার মৃগ মৃগীর পানে
সোনার চোখে চায়,
কপোত সনে, মধুর স্বনে,
কপোতী গান গায়,

বেণু ও বীণা।

সোনার ফড়িং তৃণের বনে
ঝিঁঝির পিছে ধায়;
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন হারা
সোনার চোখে চায়!
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায়।

বিভোর হ'য়ে চকোর আজি
চাঁদের পানে চায়,
হৃদয় তলে প্রেম উথলে
জগৎ ভুলে যায়,
চাঁদ সে ভাসে নীল আকাশে
আপন জোছনায়;
তরুণ প্রাণে, নূতন প্রীতি,
নূতন রীতি, নূতন গীতি,
বিভোল্ ধরা আপন হারা
সোনার চোখে চায়;
নিখিল সনে তরুণ মনে
পুলক উথলায়!

বসন্তে।

পুলক ঊষার কিরণ রাগে,
পুলক পাখীর আকুল-গানে ;
ফুলের গন্ধে পুলক জাগে,
প্রেমের পুলক কিশোর প্রাণে !
নূতন ফুলের গন্ধ উঠে
দিক্ বিদিকে যায়রে লুটে,
চল্ রে ত্বরা, চল্ রে ছুটে,
চল্ রে ছুটে ফুলের পানে।

বাতাস বেয়ে, বাতাস ছেয়ে,
ফুলের গন্ধ দিশেহারা—
আকাশ পানে চ'ল্‌ল ধেয়ে,
যেথায় হাসে উজল তারা ;
আধেক পথে তারার আলো,—
ফুলের গন্ধে মিশিয়ে গেল,
বইল ধরায় প্রেমের ধারা,
পুলক ধারা বইল প্রাণে।

ফাগুনে।

ফুল বলে, "আঁখি জলে, ছিনু একা, ম্রিয়মাণ ;
তুমি এসে, মৃদু হেসে, নব প্রাণ দিলে দান ;
মলিন অধরে, মরি,
তুমি দিলে সুধা ভরি',
তোমার চুম্বনে ফিরে, মনে পড়ে, ভোলা গান।
উদাস নয়নে আলো—
তুমি জ্বালায়েছ ভাল,
এখন মরণ এলে—হাসিমুখে ঢালি প্রাণ।"
মধুকর, গুন্‌গুনি
বলে, "হায় গুণ গণি'
এমন ফাগুন দিন—হয় বুঝি অবসান।"

রূপ-স্নান।

জ্যৈষ্ঠ মাস—বৃষ্টি হ'য়ে গেছে,
আহ্লাদে আকুলা ভাগীরথী ;
স্নিগ্ধ বাতে ত্রিলোক তুষিছে,
কৃষ্ণা যেন সেবি'ছে অতিথি।

লালে লাল পশ্চিম আকাশ,—
তপ্ত সোনা—সিন্দূরে—হিঙ্গুলে,
অঙ্গে ধরি রক্ত চীনবাস,
জাহ্নবী, চলেছে এলোচুলে !

লাক্ষা রাগে রঞ্জিত আকাশে
খণ্ড নীল দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
প্রলয়ের রক্তে যেন ভাসে
বটের পল্লব অভিরাম,—

ছায়া তার রক্তিম গঙ্গায়,—
দেখ চেয়ে—দিবা কাম্য-কূপ,
রূপহীনা, কে আছিস্ আয়—
এ ঘাটে নাহিলে হয় রূপ !

মাঙ্গলিক।

খাম্বাজ।

পরমেশ! আজি, বরিষ তোমার
আশিষ যুগল শিরে;
কর পবিত্র, পুষ্পেরি মত,
এ নব দম্পতীরে।
আজি হ'তে তা'রা বাহিবে তরণী,
অকূল সিন্ধু-নীরে;—
রহে যেন নভঃ কিরণে পূরিত,
বায়ু বহে যেন ধীরে।
হরষিত শত হৃদয় প্লাবিয়া
আজি যে পুলক ফিরে,—
সে মধুর প্রীতি, যেন দিবা রাতি
যুগলে রহে গো ঘিরে।

প্রেম ও পরিণয়।

সুখের নিলয়— সেই পরিণয়,—
প্রণয় যাহে দৃষ্টি রাখে ;
নইলে কেবল লোহার শিকল,
জীবন পথে বিঘ্ন ডাকে।
চন্দ্র তারায় সন্ধি ক'রে
দু'টি হৃদয় বন্দী করে,
কত যুগযুগান্ত ধ'রে
আয়োজন তার চ'ল্‌তে থাকে।
একটি নারী, একটি নরে,
অপূর্ণে অখণ্ড করে,
প্রাচীন ধরায় তরুণ করে,—
অরুণ রাগে জগৎ আঁকে !
অমৃত প্রেম মর্ত্ত্যলোকে,
অমৃত সে দুঃখ শোকে ;
জীবন পুঁথির জটিল লেখা—
স্পষ্ট হয় প্রেমিকের চোখে।

পরিণয়ে সেই সে প্রণয়,
পরিণত যেই দিনে হয়,
সে দিন ফলে অমৃত ফল—
জগৎ-বিষ-বৃক্ষ-শাখে।

জ্যোৎস্নালোকে।

তুমি আছ নিদ্রা-বিভোর,
ফুলের বিছানা' ;
জানালা দিয়ে পড়িছে গিয়ে
আকুল জোছনা।
এই সে ছিল চরণ ছুঁয়ে,
একটি কোণে, একটু নুয়ে,
এখন সে যে হিয়ায় রাজে,
হরিণ-লোচনা !
সাহস পেয়ে, রয়েছে চেয়ে,
অধীর জোছনা।

সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ ;
জ্যোৎস্নালোকে তোমায় দেখে
সুখের নাহি শেষ !
আমার ছায়া তোমার বুকে,
জ্যোৎস্না সাথে ঘুমায় সুখে,

বেণু ও বীণা।

জ্যোৎস্না সাথে নয়ন পাতে
রচিছে মায়া দেশ।
সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ।

জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ পাশ,
এখনি তবে প্রভাত হবে,
জাগিবে রশ্মি-ভাস্।
ছিলনা বাধা, হরষ মনে,
চাহিয়া ছিনু তোমার পানে,
বিজন গেহ ছিলনা কেহ
করিতে পরিহাস ;
জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ পাশ।

সফল আজি জীবন মম,
সফল জোছনা,
সফল তব রূপের রাশি
কমল-লোচনা !
ধৌত করি তারার মালে,
ধৌত করি যূথির জালে,

পড়েছে ঝ'রে তোমারি 'পরে
অমর জোছনা।
জ্যোৎস্না দেশে, রাণীর বেশে,
হরিণ-লোচনা!

স্পর্শমণি।

কহিতে কাহিনী আছে, গাহিবার' আছে গান !
যত দিন মনোবীণে ভালবাসা তুলে তান !
মলয় চলিয়া গেলে ফুল ত' ফুটে না বনে,
ভালবাসা ফুরাইলে সাড়া ত' উঠে না মনে ;
দেবতা চলিয়া গেলে, দেউলে না দীপ জ্বলে.
ভুলেও না উঠে তান—প্রেম যেথা অবসান।
ভালবাসা যদি, হায়, বারেক ফিরিয়া চায়,—
অরুণ চরণ দিয়া—হিয়া পরশিয়া যায়,—
ফুটে শত শতদল, ছুটে মধু পরিমল,
জে'গে উঠে কলগীতি—মন প্রাণ কানেকান !
গেয়ে না ফুরায় গান,—কথা হয় অফুরান্ !

রূপ ও প্রেম।

রূপ ত' হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা ;
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা ।
লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবেনা কাব্য-মধু ?
প্রেম—ব্যর্থ হবে রূপ বিনা ?

কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো কেরাণী মুহুরী ?
প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী ?
কুরূপে—নয়ন বিনা কেহ ত' করে না ঘৃণা,
প্রেম যা'র হৃদয় যে তা'রি ।

চাঁদের কিরণ সে ও লুটে তার পায়,
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,
যৌবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের' পরে,
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায় !

তবে ফিরায়োনা আঁখি কুরূপ বলিয়া,
যেয়োনা গো চরণে দলিয়া,
নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে,
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া !

মেঘের কাহিনী।

সম্বর হ্রদে, জর্জ্জর দেহে, ঘুমায়ে আছিনু ভাই,
লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও স্বস্তি নাই ;
সহসা পূরবে, তরুণ অরুণ হাসিয়া দিলেন দেখা,
আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম অরুণ কিরণ লেখা !
কিরণাঙ্গুলি ধরি'
আমি, উঠিলাম ত্বরা করি',
কম্পিত, ক্ষীণ, জর্জ্জর তনু—ললাটে বহ্নি শিখা।

তৃণ পল্লবে, নিম্ন বায়ুতে আপনার জ্বালা ঢালি'
উচ্চ গিরির উন্নত চূড়ে উঠিতে লাগিনু খালি ;
কঠোর শিলার পরশে আমার নয়নে ঝরিল জল,
ছল ছল চোখে লাগিনু উঠিতে—ছুঁইনু গগন তল।
ডুবিলেন দিননাথ,
হাসি, পবন ধরিল হাত ;
তুষারের মত হ'য়ে গেল দেহ, ফুরা'ল সকল বল।

* * * *

বাতাসের সাথে ধরি হাতে হাতে গগনে ছুটিনু কত,
পলে পলে ধরি অভিনব রূপ—খেলি বাতাসের মত ;

চন্দ্রমা আর গ্রহ তারকার সকল বারতা লয়ে'—
বরষের পথ মনের আবেগে নিমেষে চলিনু ধেয়ে ;
কত যে হেরিনু, আহা,
কভু, স্বপনে ভাবিনি যাহা !
ওই ডাকে মোরে চাতক, ময়ূর, কবি—গান গেয়ে গেয়ে !

বিশ্বের ডাক শুনেছি আবার—হৃদয় ভ'রেছে স্নেহে,
বিশ্বের প্রেমে পরাণ আমার ধরেনা ক্ষুদ্র দেহে ;
বুকে ধরি খর বিজলীর জ্বালা বুঝেছি আপনি জ্বলে'
ধরণীর জ্বালা ; তাই ত' আবার চলিয়াছি মহীতলে।
মরুতে যে বায়ু ব'য়—
আর, করিনা তাহারে ভয় ;
রঙীন মেখলা পরিয়া চলেছি আশা দিতে ফুলদলে।

আমারি মতন কত শত মেঘ জুটেছে আজিকে হেথা,
কাজলের মত বরণ, গাহিছে জীমূত-মন্দ্র-গাথা।
চলিতে দুলিছে শত গোস্তন, পূর্ণ শীতল রসে,
বেদনা তাপিতা আবেশে ঘুমায়, কবরী বন্ধ খসে ;
টুটে কৃতচূড় জটা,
তাহে, ফুটে দামিনীর ছটা,
কুন্তল ভার—আকুল ধরার চোখে মুখে পড়ে এসে।

ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ, বেশ ;
গর্জ্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্ব্বদেশ।
এ পারে বজ্র অট্টহাসিল, ও পারে প্রতিধ্বনি,—
সংজ্ঞা হারা'নু, কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।
জাগিনু যখন শেষ,
দেখি, আছি আমি ব্যাপি' দেশ,
ভূতলে অতলে যেতেছে মিলায়ে আমারি সে তনুখানি !

আজ নাহি মোর জোছনা সিনান, কিরণে শিঙার নাই,
নাহি রামধনু-মেখলা আমার, নাই কিছু নাই, ভাই ;
আজ আমি শুধু সলিল-বিন্দু, ভাই আজি মোর ধূলি,
চাঁদের মিতালি ভোলা যায়, করি' তার সাথে কোলাকুলি !
আমি, নহি নহি মেঘ আর,
এবে, জল আমি পিপাসার,
সার্থক আজি জন্ম আমার—যূথীরে ফুটায়ে তুলি।

বর্ষায়।

শ্লথ, পরিণত—   কদম কেশর
ঝরিছে এ পাশে ও পাশে ;
মৃদু-বিকশিত   কেতকীর রেণু
ক্ষরিছে বাতাসে বাতাসে।
মেঘ   আসে যায় বারেবার,
ঝরে বারিধারা,   কদম কেশর,
মিলে মিশে একাকার।

বহুদিন পরে   চলিয়াছি গ্রামে,
নূতন হয়েছে পুরাণ,
চোখের উপরে   বেড়ে উঠে ধান,—
দায় হ'ল আঁখি ফিরান'।
নাচে   বুলবুলি আর ফিঙে,
জাল ফেলে ফেলে   জেলের ছেলেরা
বেয়ে নিয়ে চলে ডিঙে।

বেণু ও বীণা।

ধীরে মন্থরে গ্রামের ধরণে
চলেছে গ্রামের লোকেরা,
অলস গমনে জল বহে বধূ,
মেঘে মিশে যায় বকেরা।
কা'রে নাম ধ'রে ডাকে দূরে,
দূর হ'তে তার ফিরে আসে সাড়া
মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে।

গাভী সাথে লয়ে একা পথ দিয়ে
চলেছে চাষার ঝিয়ারী,
নূতন বয়স, সরস শরীর,
চাহনি নূতন তাহারি ;
তা'রে এ দিঠি শিখা'ল কে গো ?
বয়সের রীতি কে শিখায় নিতি
এ বিজনে, ব'লে দে গো !

সে যে অপরূপ বরষার মত,—
আপনি উঠে গো ভরিয়া,
সে যে সচকিত দামিনীর মত
প্রাণ আগে লয় হরিয়া!

সে যে ধানের ক্ষেতেরি মত,—
চোখের উপরে বাড়ে পলে পলে
ঢেউ উঠে শত শত।

সাথে গাভী লয়ে পশিল কুটীরে
কিশোরী চাষার ঝিয়ারী,
পুলকে অমনি উঠিল ডাকিয়া
কুকুর—তাহার দুয়ারী !
হেথা জল নেমে এল হেনে,
একাকী নীরবে দাঁড়াইনু তবে
তা'দেরি আঙিনা কোণে।

সারিকার প্রতি।

সারিকা! কোথারে আজি—সাগরিকা—কোথা আজ,
আঁকিছে কাহার ছবি, বলিতে কেনলো লাজ?
সে দিন লুকায়ে রহি,
গেছিলি সকলি কহি,
আজিরে নীরব কেন—বনবীণা বাজ, বাজ।

আজিও তেমনি কিরে, কদলীর ছায়ে রহি,
তপনের—মদনের—তনু মনে জ্বালা সহি,
শীতল কদলী ছায়
শয়ান রচিয়া, হায়,
বিভোরে আছে কি বসি সে আমার পথ চাহি?

আজ' কি আমার ছবি—ফেলিয়া সকল কাজ—
আঁকিছে গোপনে, বালা, মলিন নলিন সাজ?
আজ' কি হৃদয় 'পরে—
আমার মূরতি ধরে?
আজ' কি তাহার মনে লীলা করে ঋতুরাজ!

আকুল আহ্বান।

এস নাথ! এস নাথ! এস নাথ!
বসন্ত প্রভাত! সুখ-বসন্ত প্রভাত!
কোকিল সে কুহু কুহরিল,
শিহরি উঠিল বন-বাত;
গুঞ্জরি' অলি বাহিরিল
বকুল গন্ধ সাথে সাথ!
এস নাথ! এস নাথ! এস নাথ!

বকুল ঝরিয়া মরিল গো,
চম্পকও হ'ল পরিম্লান;
মূর্চ্ছিত তাপে শিরীষ গুচ্ছ,
তনুমন আজি ম্রিয়মাণ।
'ফটিক জল'—'ফটিক জল'—
চাতক ফুকারে সবিষাদ;
আমি লাজভীতে নারি ফুকারিতে,
এস নাথ! এস নাথ! এস নাথ!

বেণু ও বীণা।

নিদ্রিত পুরে বায়ু 'হাহা' করে,
নিবিড় বর্ষণে কাটে রাত,
কত যূথী ঝরে—কে গণনা করে ?
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কদম কেতকে কানন ছায়,
দাদূরী আঁধারে কাঁদে রে,
ফুল সম হিয়া ফুটিতে চায়—
তারে কে আজিকে বাঁধে রে !
কেতকী মলিন, নীপ রূপহীন,
কমল খুলিল আঁখি পাত ;
জ্যোৎস্না হাসিল প্লাবিয়া ধরণী ;—
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

উত্তরে হাওয়া ফিরিল গো,
উলূকী ফুকারে সারারাত ;
তুমি এলে না—তবু, ফিরিলে না,—
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কুন্দ কাঁদিয়া দুখে, হায়,
ঝরিয়া মিশায় কুয়াসায় ;

বিধবা কানন-বল্লরী
মলিন আকাশ পানে চায়।
দীর্ঘ যামিনী কাটে না আর,
না মুদে হায় নয়ন-পাত ;
ডাকে তক্ষক—বন-রক্ষক ;
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

অবসান।

চলে যাও—ওগো, চলে যাও,—
বকুল ফুলেরে দলে যাও।
হেথায় ধূলির মাঝে
কে মুখ লুকা'ল লাজে,—
সে কথা শুনিতে কেন চাও ?
আঁধারে ফুটিয়া সে যে
আঁধারে ঝরিয়া গেছে,
তার কথা—কেন গো সুধাও ?
তাহার রূপের ভায়
তারা ত' ফুটেনি হায়,
বড় আশা ?—ছিল না ত' তা'ও।
ঝরিয়া পথেরি ধারে
ছিল সে পড়িয়া, হা—রে
চরণে দলেছ—ভাল—যাও।
ধূলি মাথা একাকার,
তার পানে বৃথা আর

আকুল নয়নে কেন চাও ?
তা'রি সে শেষ নিশাস—
এখন' বহে বাতাস !
হেথা হ'তে—অবোধ—পালাও।

আলোকলতা।

মূল নাই, ফুল ফল পত্র নাই মোর,
বাতাসে জনম মম, তরু শিরে বাস ;
তন্তু সম সূক্ষ্ম তনু, সুবর্ণের ডোর,
যে মোরে আশ্রয় দেয় তা'রি সর্ব্বনাশ।

চিনেছ ? 'আলোকলতা' বলে মোরে লোকে ;
যে মোরে আদরে শিরে ধরে আপনার—
নিস্তার নাহিক তার, বেড়ি পাকে, পাকে,
শ্রীহীন, লাবণ্যহীন, করি তনু তার,—

রস মরে, পত্র ঝরে, শরীর শুকায়,
আত্মহারা আলিঙ্গনে—তরু—এ তনুর,—
সমাচ্ছন্ন পরশের মোহ-মদিরায় ;
প্রতিবাতে কাঁপে দেহ অসার তরুর।

শুকাইলে বৃক্ষ, আমি, তবে সে শুকাই ;
আলোকের ধন, পুনঃ, আলোকে লুকাই!

বেণু ও বীণা।

সান্ত্বনা।

বিফল যদি হয় গো প্রণয়—বিফল হ'তে দাও ;
সুখের পরে দুঃখ পেলে—আর কি বেশী চাও ?
তোমার মনের আকুলতা
বুঝ্‌তে পারে তরুলতা,
মানুষ যদি না বুঝে তা'—সইতে হবে তা'ও।
প্রেম দিয়েছ প্রেমের ধনী,
দিয়েছ ঋণ—হওনি ঋণী,
রিক্ত তবু মুক্ত তুমি—সেই পুলকেই গাও।
প্রণয় হারিয়েছিস্‌ ব'লে,
পড়িস্‌নে ভাই দুঃখে হেলে,
প্রেমের সঙ্গে প্রাণ যেতে চায়—তারেও যেতে দাও।

উদ্‌ভ্রান্ত।

আন বীণা, বাঁধ তার, ঢাল সুরা, গাহ গান ;
যে গিয়েছে—কথা তার, কর আজি অবসান।
যে ফুল গিয়েছে ঝ'রে, সে আর ফিরিবে নারে,
যে পাখী মরেছে হায়—গিয়েছে সে চিরতরে ;
মোছ তবে আঁখি ধার—কাঁদিয়া কি হ'বে আর ?
ঢাল সুরা—করি পান, তোল গো নূতন তান,
শ্মশানে জনম যা'র—তা'র' কেন কাঁদে প্রাণ !
আমার এ আঁখি দিয়ে অশ্রু বহে না গো,
এ প্রাণ আপন ব্যথা কারেও কহে না গো,
আমার বেদনা বুঝে, এমন পাইনে খুঁজে,
এ জগতে যাতনার—পরিহাস—প্রতিদান !
পাষাণে পাষাণ হানি' তোল তবে কলতান !
বীণারে তুলিয়া লও, যত দিন আছে তার,—
তোমার ব্যথায় হায় কাঁদিবে সে শতবার,
কণ্ঠে মিলায়ে তান—গাহিবে করুণ গান,
তাহারে ধর গো বুকে—কর শোক অবসান ;
তোল ফিরে কলগান, পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ !

ব্যর্থ।

অতিথি ফিরিয়া গেছে,
আয়োজনে এখন কি ফল ?
চাতক মরিয়া গেছে,
আজি আর মেঘে কেন জল ;
গোলাপ ঝরিয়া গেছে,
ফিরে যা' রে পবন পাগল।

টুটিয়াছে সুরার পেয়ালা,
শুষ্ক মাটি লয়েছে শুষিয়া ;
ভেঙেছে ত' ভেঙে যাক্ খেলা,
ঘরে পরে কি হ'বে দূষিয়া ?
নিশিদিন পঞ্জর-পিঞ্জরে
মরা পাখী কি হ'বে পুষিয়া ?

যামিনী পোহায়ে যদি গেল—
এখন এ বৃথা অঙ্গ-রাগ ;
নয়নের নেশা ত' ফুরা'ল,—
মিছে কেন কথার সোহাগ ?
লিখে লিখে সাদা হ'ল কাল,
ছিঁড়ে ফেল,—চিহ্ন ঘুচে যাক্।

ভ্রষ্ট।

আনন্দে অমৃত-গন্ধ আছিল তখন,
তীব্র ছিল দুঃখ অভিমান,
অনুভূতি তীক্ষ্ণ ছিল, পুষ্প সম মন,
ভালবাসা ছিলনাক' ভান।

তখনি সে পরিচয় তোমায় আমায়,
কত দিন—কতদিন গেছে ;
এত ঘনিষ্ঠতা,—শেষে, কে জানিত হায়,
অচেনার মত রব বেঁচে ?

তুমি ডুবিয়াছ পঙ্কে, আমি সশঙ্কিত,
মজি নিজে—কখন—কে জানে ;
পাছে এ কাহিনী হয় অন্যের বিদিত,—
ফিরে নাহি চাহি তোমা' পানে।

হয় ত' হ'তাম সুখী আমরা দু'টিতে,—
হেলা ভরে তুমি গেলে চলি' ;
প্রেম-শতদল হায় ফুটিতে ফুটিতে—
মনে পড়ে ?—গিয়েছিলে দলি'।

মানুষ পাষাণ হয়, কর কি প্রত্যয় ?
চেয়ে দেখ—সাক্ষী তার আমি ;
ঠেকিয়া শিখেছি এবে, কেহ কার' নয়,—
সত্য কি না জানে অন্তর্য্যামী।

কেনা, বেচা, বেনেগিরি কানাকড়ি নিয়ে,
হট্টগোল হাটের মাঝারে ;
ক্ষয় গেল সোনাটুকু যাচিয়ে, যাচিয়ে,
প্রতিদিন দোকানে, বাজারে,—

অধরে যে হাসি ছিল—মিশেছে অধরে,
জঙ্গলের ফুলের মতন ;
নয়নে যে জ্যোতি ছিল, শুধু অনাদরে,
নয়নে সে হয়েছে মগন।

বেণু ও বীণা।

যে দিন পাঠায়েছিনু প্রেম-নিমন্ত্রণ—
অবসর হয়নি তোমার,
আজ তুমি উঞ্ছবৃত্তি করেছ গ্রহণ,
কি অদৃষ্ট তোমার আমার !

ভেব'না যন্ত্রণা দিতে, গঞ্জনা, ধিক্কারে,
আজ আমি এসেছি হেথায়,
আপনার মত ভালবেসেছিনু যা'রে—
তা'র কথা কা'রে কহা যায় ?

বাহিরে, যেথায় তোরে করে পরিহাস—
ক্ষীণ-কণ্ঠে সেথা তুলি হাসি,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা স্মৃতি-নাগপাশ,
সংগোপনে অশ্রুজলে ভাসি।

তবুও কাঁদেনা প্রাণ পূর্ব্বের মতন,—
অনুভূতি তীক্ষ্ণ নহে আর,
জেনেছি মৃত্যুর স্বাদ না যেতে জীবন ;
আজ' তবু, জাগে—হাহাকার !

একদিন-না-একদিন।

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা'—তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে।

সীতার নামে কলঙ্ক আর লক্ষ্মণেরে অবিশ্বাস,
ধ্যানভঙ্গ শঙ্করের ও যুধিষ্ঠিরের নরকবাস ;
এমন সকল কাণ্ড যখন আগেই গেছে ঘ'টে,
তখন তুমি খ্যাতির খেদে গরম কেন চ'টে ?
চ'ল্‌তে গেলেই লাগে ধূলো,
ধুয়ো তখন ও সব গুলো,
তা'ব'লে কি পথ দিয়ে, ভাই, চ'ল্‌বে নাক' মোটে ?

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা' তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে।

অরসিকে রসের কথায় হয়ত' যাবে ভোলা'তে,
অপ্রেমিকে মনের ব্যথায় হয়ত' যাবে গলা'তে ;
অঘটন যা' ঘ'ট্‌বে তা'তে—সেটা কিন্তু স্বাভাবিক !
কাজেই তা'তে বিলাপাদি, বেশী রকম, নহে ঠিক।

বেণু ও বীণা।

পরকে কেন মন্দ কই ?
মনের মত নিজেই নই।
আমাদের এই রোষ তুষ্টি—অধিকাংশই আকস্মিক !

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা' তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে।

নৈশ-তর্পণ।

জলের লীলা মিলিয়ে গেল নিবিড় আঁধারে,
আলোক মালা উঠ্‌ল ফুটে নদীর দু'ধারে ;
নৌকা'পরে আলোক নড়ে,
নদীর জলে রশ্মি পড়ে ;
উঁকি দিয়ে ঢেউগুলি তায় ছুট্‌ছে কোথা রে ;—
বুঝি বা কোন্ ঘুর্‌নি দিয়ে অতল পাথারে।
পরাণ আমার কেমন তা'তে হ'ল যে বিকল,
প'ড়্‌ল ঘন শ্বাস, চোখেও প'ড়্‌ল এসে জল !

অম্‌নি ক'রে আমার মনে উঁকি দিয়ে হায়,
কতই হাসি-মুখের ছবি নিমেষে লুকায় ;
কেউ বা ভালবেসেছিল,
মধুর মৃদু হেসেছিল,
কার কাছে বা সে টুকুও হয়নিক' আদায়,
কেউ বা গেছে মানে মানে, কেউ ঠেকেছে দায়।

সবার তরেই আজ্‌কে আমি হ'য়েছি বিহ্বল ;
উঠ্‌ছে ঘন শ্বাস, চোখেও প'ড়্‌ছে এসে জল।

কেউ ডুবেছে অতল জলে, ভেসেছে বা কেউ—
ছুটে আসে কূলের পানে মথিয়া শত ঢেউ ;
কেউ হরষে জলে ভাসে,
কূলের পানে চেয়ে হাসে,
কেউ বা ভাসে চোখের জলে, ত্রাসে মরে কেউ ;
কূলে বসে উদাস মনে কেউ বা গণে ঢেউ,
আজ্‌কে আমি সবার তরেই হয়েছি বিহ্বল,
প'ড়্‌ছে ঘন শ্বাস, চোখের শুকায় নাক' জল।

যে কেউ মোরে ক'রে গেছ স্নেহের অধিকারী,—
নয়ন জলে জানাব আজ আমি সে সবারি ;
জানিয়ে যাব আর' বেশী,
হয়নি যেথা মেশামেশি,—
ঘটেছিল যেথায় শুধু মিলন নয়নেরি,—
জানিয়ে দেব অশ্রুজলে আমি তাহাদেরি।
আমি যে আজ সবার তরেই রেখেছি কেবল,
এক্‌টা ঘন শ্বাস, চোখের একটি ফোঁটা জল।

মৎস্য-গন্ধা।

দ্বীপে ঊষা এল কুয়াসায়,—
কোলের মানুষ চেনা দায়,—
চারি ধারে ঘিরি' তা'রে;জলের আক্রোশ,
বাহিরে রোষের ছায়া—অন্তরে সন্তোষ।
হিম রাশি ফণা তুলে ধায়,
মৎস্য-গন্ধা তরণী ভাসায়।

তরী চলে ডুবায়ে মৃণাল,
হাতে তার আদ্র কালো জাল ;
দৃঢ় মুঠি—টানে জাল, পড়েনিরে মীন !
হ'য়োনা মলিনা বালা আজি শুভদিন ;—
জালে ধরা দেছে পরাশর !
তরী'পরে সোনার বাসর !

কোথা দিয়ে কাটে দিন রাত,
ঋষি নাহি মুদে আঁখি পাত ;

বেণু ও বীণা।

ধীরে ধীরে মিলাইল—কুয়াসার ঘর,
কাটায়ে মোহের ঘোর উঠে পরাশর।
মৎস্য-গন্ধা—পদ্ম-গন্ধা আজ,
কোলে তার শিশু 'ব্যাস' করিছে বিরাজ!

আলেয়া।

"পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই,
কোথা পা'ব জুড়াবার ঠাঁই ?
জ্বালার অবধি মোর নাই।

দিন রাত শুধু হাহাকার,
শ্বাস-বায়ু অনল আমার,
মৃত্যু হ'ল—গেল না বিকার!

জ্বলে মরি নিজের জ্বালায়,
ঘুরি তাই বিজনে জলায়,
মোর পিছে—কেন এস, হায়!

ফিরে যাও পথিক, পথিক,
মাড়ায়োনা কখন' এ দিক্,
এ পথের নাহি কোন' ঠিক্।

বেণু ও বীণা।

ধ্রুব-তারা নহি আমি ভাই,
আলেয়ার পোড়া মুখে ছাই,
পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই !

শীতল হইবে তনু ব'লে—
মাঝে মাঝে ডুবি গিয়া জলে,
উঠিলে দ্বিগুণ পুনঃ জ্বলে।

মুখ দিয়া উগারি অনল,
পবন ছড়ায় হলাহল,
ক্ষণকাল—সকলি বিকল।

আবার যা' ছিল হয় তাই,
শান্তি নাই—যন্ত্রণা সদাই,
পরিণাম হ'ত যদি ছাই।

ভাবিতাম বেঁচে সুখ নাই,
এবে দেখি মরণেও তাই,
পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই।'

সহমরণ।

'জিজ্ঞাসি'ছ পোড়া কেন গা' ?
শুনিবে তা' ?—শোন তবে মা—
দুখের কথা ব'ল্‌ব কা'রে বা !

* * * * *

জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে,
বাপের ঘরে, খুব আদরে,
ছিলাম বছর দশ ;
কুলীন পিতা, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়ার গলে ;
হ'লাম পরের বশ।
আচারে তার আস্‌ত হাসি,
—ব'ল্‌ব কি আর পরকাশি,—
মিট্‌ল সকল সাধ ;—
হিঁদুর মেয়ে অনেক ক'রে
শ্রদ্ধা রাখে স্বামীর 'পরে,
তা'তেও বিধির বাদ।

বুড়াকালের অত্যাচারে,—
শয্যাশায়ী ক'র্‌লে তা'রে,
জেগেই পোহাই রাতি ;
দিন কাটেত' কাটেনা রাত,
মাসেক পরে গেল হঠাৎ,—
নিব্‌ল জীবন বাতি।

* * * * *

কতক দুখে, কতক ভয়ে,
শরীর এল অবশ হ'য়ে
ভাঙ্‌ল সুখের হাট ;
খ'য়ের রাশি ছড়িয়ে পথে,
চ'ল্‌ল নিয়ে শবের সাথে,—
যেথায় শ্মশান ঘাট।

গুঁড়িয়ে শাঁখা, সবাই মিলে,
চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে,
বাজ্‌ল শতেক শাঁখ ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট,
ধুঁইয়ে উঠে চিতার কাঠ,
উঠ্‌ল গর্জ্জে ঢাক।

* * * * *

(২)

রোমে, রোমে, শিরায়, শিরায়,
জ্বালা ধরে,—প্রাণ বাহিরায়,—
মরি বুঝি ধোঁয়ায় এবার !
আচম্বিতে—চীৎকার রোলে—
চিতা ভেঙে, পড়িলাম জলে,
মাঝি এক নিল নায়ে তার।
যত লোক করে 'মার মার',
আমার ত' সংজ্ঞা নাই আর ;
যবে ফিরে মেলিনু নয়ান,
দেখি, এক কুটীরের মাঝে
সেই মাঝি—আছে বসে কাছে,—
যে মোরে জীবন দেছে দান।
কয়দিন গেল শুধু কাঁদি' ;
শেষে তারে করিলাম 'সাদি',
ভুলিলাম ক্রমে যত ক্লেশ ;
আগুনে গিয়েছে জ্ব'লে রূপ,
তবু ভালবাসে পোড়া মুখ,
সুখে দুখে দিন কাটে বেশ।

*   *   *   *   *

খেয়া দেয় মরদ জোয়ান,
আছে আর' দেড় বিঘা ধান ;
আমি নিজে মিশি বেচি মা,—
শুনিলেত'—পোড়া কেন গা' !'

চিত্রাৰ্পিতা।

কে তুমি মহিমাময়ী, অয়ি চিত্ৰাৰ্পিতা,
ধরিয়াছ বীণা-ছাঁদে শিশুরে আপন ?
কচি মুখ খানি তার, চুলে ভরা মাথা,
দেখাইছ স্নেহভরে ; করিয়া গোপন

নিজ মুখ, মাতার উচিত মহিমায় ;
আকর্ষিতে দৃষ্টি শুধু সন্তানের 'পরে,
নিজরূপ অপ্রকাশ রেখেছ হেলায় ;
জননী তুমিই বটে—বিধাতার বরে।

দেখা যায় শিরে রুক্ষ কবরী তোমার,—
প্রবাসে কি পতি তব ? য়ুরোপবাসিনী !
পাশে যে কুক্কুর তব—হায়, সে কাহার ?—
কোথা তিনি ?—সেথা কি যায় না ছবি খানি ?

তাই কি, নয়ন জল করিতে গোপন,—
বসেছ—ফিরায়ে হায় মু'খানি আপন ?

মমতাজ।

হে সুন্দরী, অয়ি মমতাজ!
শোন গো তোমার জয়,
শোন সৌন্দর্য্যের জয়,
বিশ্বময় শুধু ওই আজ!

সৌন্দর্য্য-দেবতা তুমি রাণী!
প্রেমের প্রতিমা তুমি,
তোমার সমাধি-ভূমি—
প্রেমিকের চির মৌন বাণী!

সম্রাটের মমতা-পুতলী!
মোমের রচিত দেহ,
ফুলের রচিত গেহ,
ছেড়ে তুমি কোথা গেলে চলি'?

তোমার তনুর অনুরাগে,
দেখগো, পাথর কিবা
পুঞ্জিত ফুলের শোভা
ধরিয়া, তোমারে ঘিরি' জাগে!

সম্রাটের রত্নময়ী তাজ !
ইষ্টদেবী শাজাহাঁর,
দেখিলে না একবার—
কি ধনে মণ্ডিত তুমি আজ ?

যাদুঘর।

যাদুঘরের কবাট পড়ে,
মায়াদেবীর টনক নড়ে,
যেথায় ছিল যে,—
মায়ার কলে,—নূতন বলে,—
উঠ্‌ল সে বেচে!

* * * *

মমি।

পাশ মোড়া দিয়া, ঢাকন ঠেলিয়া,
জাগিয়া উঠিল 'মমি'.
মিশরের যত বুড়া যাদুকর
দাঁড়া'ল তাহারে নমি'।

গুঁড়া হ'য়ে পড়ে পুঁথি, বেশবাস,
গুঁড়া হ'য়ে ঝরে চর্ম্ম;
যত চাহি তত মনে বাড়ে ত্রাস,
তত বাহিরায় ঘর্ম্ম!

বাম হাতে ত'ার কবিতার পুঁথি,
হরিতালে মোড়া মুখ,
নয়ন কোটরে অতল আঁধার ;
দুরু দুরু কাঁপে বুক !

অতি ক্ষীণ স্বরে, কহিল, সে ধীরে,
সোঙরিয়া 'রমেশেশ্',—
"নীল নদ নীরে ঘন শরবন,
তীরে সে মিশর দেশ ;

আমি সে দেশের রাজার সভায়
ছিলাম প্রধান কবি ;
আজি কেহ নাই বুঝিতে সে বাণী,—
বুঝিতে সে সব ছবি।

কমলের বন হয়েছে উজাড়,
মৃণালে সে শোভা নাই ;
কালি যেথা ছিল রাজার প্রাসাদ,—
বিজন আজি সে ঠাঁই।

বেণু ও বীণা।

মরেছে হরিণ, হ'ল বহুদিন,
ছিল তবু মৃগনাভি ;—
তিলে তিলে ক্ষ'য়ে মোর গাথা সনে
ফুরাইবে—তাই ভাবি।

আছিল যখন মিশরের দেহে
শকতি-সতেজ প্রাণ,—
পৃথিবী তখন স্থপতি কলার
পায়নিক' সনধান।

স্নায়ু ও শিরায়, যবে, হাতে, পা'য়,
ক্ষীণ হ'য়ে এল বল,—
স্থপতি, ভাস্কর, কবি, চিত্রকর,
বাঁচিতে করিল কল !

কূপের সলিল ছড়াইতে মাঠে
শুকায়ে উঠিল কূপ,
পাথরের চাপে মরেছে মানুষ,
পুরী মরু সমরূপ !

কে দেখিবে ছবি, প্রতিমা, দেউল,
কে শুনিবে আজি গান ?
মরিয়াছে মৃগ তৃষায় পাগল,—
বোঝেনি—মরুর ভাণ।”

পাশ মোড়া দিয়া ঢাকনের তলে
ঘুমায়ে পড়িল ‘মমি’,
কে কোথা লুকা’ল কিছু না বুঝিনু
উঠিনু যখন নমি’ !

*   *   *   *

যাদুঘরে অন্ধকার !
ঘোরে কত জানোয়ার !
ডাকে কত পাখী,
মাছ কিল্ কিল্, সাপ হিল্ বিল্,
শিলা মেলে আঁখি।

*   *   *   *

তা’ সবে এড়ায়ে ছাড়ি হাঁফ,
তাড়াতাড়ি—একেবারে নেমে পড়ি, গোটা কুড়ি ধাপ ;
‘মায়ার সহিত
আসি উপনীত—’
যেথায় সাজান’ শুধু পাথরের চাপ।

*   *   *   *

যক্ষ-মূর্ত্তি।

তা'রি মাঝে, দেখিলাম অপরূপ—
পাষাণে খোদিত, এক মনোরম—মদনের যূপ!
মত্ত যক্ষ-রাজ,
মুরজার লাজ—
ভাঙিতে, যতনে এত, তবু সে বিরূপ!

শিশু-কাম দিতেছে বসনে টান,
কুবের সাধিছে ধরি'—'রতিফল' করিবারে পান;
বাধা দিয়া, তায়—
দ্বিগুণ বাড়ায়,
আগুন জ্বলিলে আর নাহি পরিত্রাণ।

"কথা রাখ—আর ফিরায়োনা মুখ,
এবার—পড়েছ ধরা, সুখে যে দ্বিগুণ দেখি বুক!
মুখে শুধু রোষ,
মন পরিতোষ,
কি যে স্বভাবের দোষ—তবু দিবে দুখ!"*

কত যুগ অমনি কেটেছে, হায়,
সাধিতে বিরতি নাই, তবু মুখ কভু না ফিরায়!
তবু, পেতে হাত—
কাটে দিন রাত,
মূলে সে হাবাত হ'লে, কি হ'ত উপায়?

কত যুগ অমনি গিয়েছে চ'লে!
ধরিয়া রয়েছ, তবু, আনিতে পারনি তারে কোলে;
আর তুমি,—পাশে,—
স্ফুরিত উল্লাসে,—
স্থির যে র'য়েছ আজ'—সে পাষাণী ব'লে।

মমির হস্ত।

(১)

কার দেহে, কোন্ কালে, লগ্ন ছিলে তুমি,—
নীলিমা-মণ্ডিত, ক্ষুদ্র, কঙ্কালাগ্র কর?
তার পর কত গেছে সহস্র বৎসর—
রক্ষা-লেপে লিপ্ত হ'য়ে লভিয়াছ ভূমি?

কবে সে—কবে সে হায়, গেছে তোরে চুমি',
মানবের সঞ্জীবন তপ্ত ওষ্ঠাধর
শেষ বার? হায়, কত যুগ যুগান্তর
আগে, শিশুর আগ্রহে স্পর্শিয়াছ তুমি

জননীর বুক; কত খেলিয়াছ খেলা,—
কত নিধি উৎসাহে ধরিয়া ফেলে দেছ,—
প্রথম যৌবনে কত করিয়াছ লীলা;
নব রক্তোচ্ছ্বাসে সাজি, কতই খেলেছ—

লয়ে নিজ কেশ, বেশ, নয়ন, অধর
আজ অস্থিসার—তবু মুগ্ধ এ অন্তর!

(২)

রাজদণ্ড হয় ত' গো ধরিয়াছ তুমি,
আজ তুমি কাচ পাত্রে কৌতুক-আগারে !
আজ গ্রাহ্য কেহ নাহি করে গো তোমারে,
দিন ছিল, হয় ত' কৃতার্থ হ'ত চুমি'।

জনমিয়া ছুঁয়েছিলে কোথাকার ভূমি,
আজ তুমি কোথা, হায়, কোন্ দূর দেশে !
আজ ভালবেসে তোমা' কেহ না পরশে,
প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের এবে ক্রীড়নক তুমি।

ওই তুমি—চিন্তাজ্বর করেছ মোচন,—
গোপন করেছ হাসি, মুছেছ নয়ন ;
ওই তুমি—হয় ত' গো করেছ রচন
ফুলহার,—কার' তরে কুসুম শয়ন !

দেহচ্যুত, অবজ্ঞাত, হায়রে উদাসী,
ভালবাসা চাহ যদি—আমি ভালবাসি !
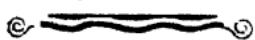
ডাক টিকিট ।

ডাক টিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
যদি তা' পুরাণ হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা, স্বদেশী, বিদেশী ;—
তা' সবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !

যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হ'তে,—
মিশর, স্থদান, চীন, পারস্থ, জাপান,
তুর্কী, রুষ, ফ্রান্স, গ্রীস হ'তে কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তাঁরা কত মত যান !

কেহ আঁকিয়াছে বুকে—নব সূর্য্যোদয়,
শান্তি দেবী—কার' বুকে—তুষার পর্ব্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কার' বুকে রাজা, কার' মানব মহত ;—

যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,

বেণু ও বীণা।

ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প জলযান,
দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাণ !

কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা !
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি !
নায়েগ্রা-গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কত গুলি !

কেহ বা এনেছে কার' কুশল সংবাদ—
মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন !
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;
কেহ অনাদৃত, কার' আদৃত জীবন !

সকল গুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাঁই !

উল্কা।

তিমিরের মসীলেপ নিমেষে ঘুচায়ে
বিশ্বচিত্রপট হ'তে,—পরিস্ফুট করি'
প্রত্যেক পল্লবে, শাখে, তৃণে, জলাশয়ে,
দেউলে, প্রাসাদে, পথে,—ফুটাইয়া, মরি,

ভুজপাশে বদ্ধ সহচরে,—চকিতের মত,
জ্যোৎস্না-খণ্ড-রূপে হায়, চকিতে আবার
কোথায় ডুবিলে উল্কা? তারা লক্ষ শত
মুদিল নয়ন, হেরি এ দশা তোমার।

কোথা ছিলে? কোথা এবে চলিয়াছ, হায়!
সূর্য্যতেজে পুড়িতে কি পড়িতে ভূমিতে?
অথবা, অনন্ত কাল অভিশপ্ত প্রায়—
অনন্ত অতলে শুধু রহিবে নামিতে?

ছিলে কি জীবের ধাত্রী পৃথিবীর মত?
কিম্বা চির বন্ধ্যা, শুধু, ধ্বংস তোর ব্রত!

স্বর্ণ-গোধা।

স্বর্ণ জিনি বর্ণ তোর, নয়ন-রঞ্জন,
স্বর্ণ-গোধা! ভ্রম হয় স্বর্ণময় ব'লে,—
তনু তোর। ঘৃণ্য কিন্তু তোর পরশন;
নাহি জানি কালকেতু ভুলিল কি ছলে।

সেকি তোরে ভেবেছিল খণ্ড সুবর্ণের?
ত্বরান্বিত তাই বুঝি গেছিল কুড়াতে?
শেষে নিজ ভ্রান্তি বুঝে—মন্মরে পর্ণের—
তীরে বিঁধে এনেছিল অনলে পোড়াতে।

স্থির তুমি থাক যবে, উজ্জ্বল বরণ!
প্রীতি লভে বিমুগ্ধ নয়ন; কিন্তু হায়
অঙ্গভঙ্গী আরম্ভিলে—আপনি নয়ন
ঘৃণা ভরে মুদে যায়, ফিরে নাহি চায়।

জড়মতি রূপসীর অপরূপ হাসি,—
মন হ'তে যেমন মমতা দেয় নাশি।

প্রবাল-দ্বীপ।

তিমিরে, তিমির অস্থি যেথা হয় শিলা,
ছিদ্রময় স্পঞ্জ-পুষ্প যেথায় বিকাশ,
সেই সাগরের তলে, সুখে করে বাস—
প্রবাল-দম্পতী এক ;—নিত্য নব লীলা !

দিনে দিনে প্রবালের বাড়ে পরিবার,
কেহ জীয়ে, কেহ মরে—রাখিয়া কঙ্কাল,
পঞ্জরের বাড়ে স্তূপ, যত যায় কাল ;
অজ্ঞাতে পূরণ করে ইচ্ছা বিধাতার।

স্তূপীকৃত যুগান্তের প্রবাল-পঞ্জর—
কোটি কোটি প্রাণ-পাতে হ'য়ে সংগঠিত,
কোটি হৃদয়ের রক্তে হ'য়ে সুরঞ্জিত,—
একদিন তুলে শির সিন্ধুর উপর !

পলি পড়ে, শঙ্খ চরে, জাগে নব দ্বীপ,
ধৈর্য্যশীল প্রবালের যশের প্রদীপ !

আগ্নেয় দ্বীপ।

পার্শ্বে তা'রি,—সাগরের গূঢ় তলভূমে,
আচম্বিতে সমুত্থিত মহামন্দ্ররব,
আচম্বিতে মাটি ফাটি', পর্ব্বত ভৈরব
তুলে শির ; স্তব্ধ ঊর্ম্মি ভয়ে তা'রে নমে।

আগ্নেয় উৎপাতে ত্রস্ত জল-জন্তু-দল,—
কাল ক্রমে পুনঃ যবে হইল নির্ভয়,—
থামিল কম্পন, দূরে গেল তাপ চয়,
দেশান্তের পান্থ পাখী করি' কোলাহল—

উড়ে গেল ;—পড়ে গেল চঞ্চু হ'তে তা'র
বিস্ময়ে—শস্যের শীষ অভিনব দ্বীপে ;
শ্যামল হ'ল সে কালে জীবের আগার,
দাঁড়াইল মৌন মুখে বিধাতা সমীপে।

একে ধৈর্য্য অলৌকিক ! অন্যে তেজোবল !
তপস্যার—প্রতিভার—পরিপূর্ণ ফল।

মূল ও ফুল।

ফুল—শুধু দেখাইতে চায়
আপনারে রৌদ্রে জোছনায় ;
সমীরে করিতে চায় খেলা,
সারা বেলা রঙ্গ করে মেলা।
অলি বলে দাঁড়া' ওলো যূঁই।
এই ছুঁই—এই তোরে ছুঁই।"
ফুল বলে "দুলেছি হাওয়ায়—
আয় অলি এই বারে আয়।"
পাতা পরে মাথা যায় ঠুকে,
অলি সে পলায় অধোমুখে!

মূল—শুধু লুকাইতে চায়
অন্ধকারে মাটির তলায় ;
খেলাধূলা গিয়েছে সে ভুলে,
কখন্ বা দেখে মাথা তুলে ?
কাজ—কাজ—জানে শুধু কাজ,
কাল যথা তেমনি সে আজ।

মাটি হ'তে শোষে শুধু রস,—
পাতা ফুল রাখে সে সরস,
কাজ সদা—নাহিক কামাই,
ফুল দল—বেঁচে আছে তাই।

ফুল সে রাজার মত থাকে,
মূল সে চাষার মত পাঁকে!
মাঝে, শাখা পাতার সমাজ,—
গন্ধ, রস, ভৃঙ্গে তিন সাঁঝ।
ফুলহীন মূল কত আছে,
মূলহীন ফুল কই বাচে?
ফুল ঝরে—ফুটে পুনরায়,
মূল গেলে সকলি ফুরায়।
ফুল তবু উঁচুতেই থাকে!
মূল সে চাষার মত পাঁকে!

ঝড় ও চারাগাছ।

ঝড় বলে "উড়ে গেল বড় বড় গাছ,—
এখন' আছিস্? আয়. উপাড়িব তোরে।"
"থাক্, থাক্" বলে চারা "না-না থাক্ আজ,"
না শুনিয়া কথা, তারে. ঝড় ধরে জোরে।

পাড়ে ভূমি পরে আহা ; একি ! অকস্মাৎ
উঠে চারা, মল্ল সম আস্ফালি' পল্লব,—
রক্তবীজ যুঝে যেন আপনি সাক্ষাৎ,—
নুয়ে পড়ে ভূঁয়ে, তবু. যুঝে অসম্ভব।

হর্ষে রবি ঢালে শিরে সোনার কিরণ,
শ্রান্তি বিদূরিতে মেঘ হর্ষে ঢালে জল,
বৃষ্টি জলে রৌদ্রে মিলে—হীরকে হিরণ,
ঝলমল তিন লোক,—হাসে পরীদল।

লজ্জায়, পলায় রড়ে, ঝড় দেশ ছেড়ে,
ত্রিলোকের আশীর্ব্বাদে চারা উঠে বেড়ে।

জীবন-বন্যা।

শান্তি মগন নৈশ গগনে
একি নব উচ্ছ্বাস !
স্পন্দিত করি' লক্ষ তারকা
জাগিছে রশ্মি-ভাস্ !
বঙ্গসাগরে করি' আজি স্নান,
গাহিছে সমীর প্রভাতেরি গান,
জুড়ায় নয়ান, জুড়ায় পরাণ,
হাস্‌রে জগৎ হাস্ !
টুটেছে তন্দ্রা, গিয়েছে স্বপন,
ওই শোন শোন কল আলাপন,
উঠিবে অচিরে উজল তপন,
নাহিরে নাহি তরাস।
উঁকি দিয়ে হাসে ত্রিদিব-কন্যা,
বাধ ভেঙে আসে কিরণ-বন্যা,
স্রোতে ফুল পারা ভাসে ডুবে তারা,
নয়ন মেলে আকাশ।

যুগ যুগ ধরি' তামসীর মাঝে—
নিষ্ফল আঁখি মেলিয়াছিল যে,—
নিশা শেষে দিশা লভিল, সে আজ
লভি' নব আশ্বাস।
নাহি ভয় আর নাহি শোক চিতে,
নিদ্রার শেষে নব শক্তিতে—
মানবের হাটে ছুটেছে বাঙালী
ধরি' নব অভিলাষ।
কে রোধিতে পারে পথ আজি তার?
কে বাঁধিতে পারে নির্ঝর-ধার?
ক্ষুদ্র বামন চরণ ছায়ায়
ত্রিলোক করিবে গ্রাস।

* * * * *

বাজাও শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
মুক্ত গগনে উড়াও নিশান,
(আজি) কিরণে, তপনে, পবনে জীবনে,
অভিনব উল্লাস!

কোন্ দেশে।

(বাউলের সুর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোণার ফসল,—
সোণার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

বেণু ও বীণা।

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পা'ব—
বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

হেমচন্দ্র।

বঙ্গের দুখের কথা, সদা করি গান,
দুখের জীবন তব হ'ল অবসান,—
হে কবীন্দ্র! হেমচন্দ্র! চলে তুমি গেলে,—
সে কি গাহিবারে গান দেবসভা তলে?
বাসবের সভাতলে কি গাহি'ছ গান?—
ভারত-ভিক্ষার কথা? কিম্বা ভিন্ন তান,—
গাহিছ,—কেমনে বাস করিল পাতালে
দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রের ত্রাসে, বাসব সদলে,
পরাজিত অধোমুখ; বর্ণিতে তাদের—
গাহিতে গাহিতে হায়— চাহিছ কি ফের
অতি নিম্নে— পরাজিত ভারতের পানে?
—তোমার সে মাতৃভূমি—সুধা যা'র স্তনে,—
ত'ার কথা স্মরি' কি ঝরি'ছে আঁখি জল?
জিজ্ঞাসে কি অশ্রুর কারণ দেবদল?
কি বলিবে, হায় কবি, কি দিবে উত্তর?
অন্তর্যামী জানিছেন তোমার অন্তর।

দুর্য্যোগ।

কি যেন মলিন ধূমে, কি যেন অলস ঘুমে,
আকাশ রয়েছে ঢাকা, সব একাকার ;
ছায়া-ম্লান তরু শির, প্লাবিত তটিনী তীর,
বিরাম বিশ্রাম আর নাহি বরষার !

উষার কনক হাসি, আর না জাগায় আসি'
হৃদয়ে উদ্দাম আশা, আনন্দ অপার ;
এখন নিশির শেষে, রুগ্ন বালিকার বেশে—
জীবন জাগায় এসে—মরণ সাকার !

তাপহীন, দীপ্তিহীন, এমনি চলেছে দিন ;—
বঙ্গের এ দুর্য্যোগের নাহি বুঝি শেষ !
এ জল ফুরাবে না রে, এ আঁখি শুকাবে না রে ;
ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ।

কত দিন আলো নাই, ভুলে যেন গেছি তাই,
কে বলিবে ছিল কি না?—মূকের স্বপন;
কবে নাকি, স্বর্ণ ছবি, পূরবে গৌরব রবি
উঠেছিল একবার, হয়গো স্মরণ।

কিরণ পরশে তা'র দেশে এল হর্ষভার,
সে দিন প্রথম, বুঝি, সেই দিনই শেষ;
এসে ছিল পথ ভুলে, তাই ত্বরা গেল চলে,
প্রভাত সে না পোহাতে শূন্য হ'ল দেশ!

প্রিয়জন উপহার— শুকাইলে ফুলহার,—
তবু কি ফেলিতে তা'রে পারে কোন' জন?
গেছে বর্ণ, গন্ধ যত, কর্কশ কাঁটার মত,—
তবু সে যে প্রিয় স্মৃতি, যতনের ধন।

তাই—পূর্ণ অনুরাগে, আজিও হৃদয়ে জাগে
সে কাহিনী, মেঘে যেন ক্ষণপ্রভা খেলে;
জানি সে বিফল, হায়, নাহি প্রাণ শূন্য কায়,
আগুনের গুণ কিগো ভস্মে কভু মেলে?

বেণু ও বীণা।

এল গেল নিশি দিন, মলিন, লাবণ্যহীন,
এ বরষা ফুরা'লনা, শুকা'লনা জল ;
আকাশ, পৃথিবী নাই. দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই.
প্লাবনে হয়েছে এক অকূল অতল !

আমরা ডুবিয়া আছি, মরেছি কি বেঁচে আছি
জানিনা, প্রকৃতি মাগো, ঢেকে নে জুড়াই ;
দক্ষিণ দুয়ার খুলে ডুবাও গো সিন্ধুজলে,
হয়েছি পরের বোঝা—ঘরের বালাই ।

সেথা নাহি ভেদাভেদ, নাহি মা মনের ক্লেদ,
ঢেকে দে বঙ্গের মুখ, বেঁচে কাজ নাই ;
অবাধ অনন্ত জল, নাহি তীর, নাহি তল,
মুক্ত পথে ছুটে যা'ব,—দে না মাগো তাই ।

তা' যদি দিবিনা, তবে, দেখাস্‌নি ও বিভবে,—
শরতের শুভ্র হাসি, বসন্ত-বিলাস ;
যাহারে সাজে, মা, হাসি, তাহারে দেখাস্ আসি—
বিচিত্র বরণে আঁকা তোর 'বার মাস' ।

বেণু ও বীণা।

যা'রা জগতের কাছে নতশির হ'য়ে আছে,
জগতের কোন' কাজে নাহি যা'র যোগ ;
হৃদয়ে নাহিক বল, জীবনে তা'র কি ফল ?—
আলোকে পুলকে তা'র শুধু কর্ম্মভোগ।

দিস্ না, মা, নাহি চাই, আমাদের কাজ নাই—
হৃদয়-মাতান' তোর নব রবিকর ;
থাক্ এই অন্ধকার, মলিনতা বরষার,
ক্ষুদ্র মোরা, তুচ্ছ মোরা, জগতের পর।

বরষার নিবিড়তা দিক্ প্রাণে আকুলতা,
আপনা চিনিব তবু, আপনা চাহিয়া ;
সৌন্দর্য্য নিবিয়া যাক্, ধরণী ডুবিয়া থাক্,
আপন দারিদ্র্য শুধু উঠুক্ ফুটিয়া।

অন্তহীন অবসাদ, দিক্ প্রাণে নব সাধ,—
যেতে জগতের কাজে উৎসাহ দ্বিগুণ ;
আয় বরষার ধারা, আয় গো আঁধারি' ধরা,
কালিমা ঢেলে দে, হৃদে—জ্বেলে দে আগুন !

আশ্বিন ১৩০৭ সাল।

বঙ্গ জননী।

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা ঘুমায় বুকে !
ঢল ঢল নয়ন যুগল জল ভরে প'ড়্ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমি' ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?

মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্ন-সুধা গরল হ'য়ে ফিরে আসে মোদের পাশে,
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,
অন্নবসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে !
বল্ মা শ্যামা, সুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্‌বে না কি ?
ধন্য হ'তে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেম্‌নি হাসি !
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগে রে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিণী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

'স্বর্গাদপি গরীয়সী'

বঙ্গভূমি! কেন মাগো হইলে উর্ব্বরা?
তাই, মা, নয়ন বারি ফুরা'ল না তোর;
স্বর্গ হ'তে গরীয়সী জন্মভূমি মোর,
এ স্বর্গে দেবতা কই? দেখা'য়ে দে ত্বরা।

বল্ মোরে, কোন্ হেতু, সুপ্ত আজি তারা?
অথবা, মগন কোন' তপস্যায় ঘোর?
কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,—নিশি হ'বে ভোর?
কবে, মা, ঘুচিবে তোর নয়নের ধারা?

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহি'ছে!
আজি হ'তে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র?—ব'লে দেগো, কাঁদিস্‌নে মিছে।

সে যে তোরে অস্থি দিয়ে গ'ড়ে দিবে অসি;
অয়ি বঙ্গ! অয়ি স্বর্গ! অয়ি গরীয়সী!

১

আষাঢ় ১৩০০ সাল।

আশার কথা।

জননী গো—আজি ফিরে,—
জাগিতেছে তব সন্তান সব
গঙ্গার উভতীরে!
বাড়িতেছে তব কুটীরে,
লালিত তোমারি রুধিরে,
সন্তান কোটি কোটি গো,
দৃঢ় উন্নত শিরে!
আর নহে কেহ অসুখী,
জননীর ভার শিরে আপনার
তুলিয়া লয়েছে বাসুকী,—
শত সহস্র শিরে!

উজ্জ্বল হাসি আননে,
ক্ষোণী বাজিতেছে সিন্ধুর তীরে,
ঝর্ঝরী বাজে কাননে;
নব সঙ্গীত গাহিছে,
নূতন তরণী বাহিছে,

পরাণ নূতন চাহিছে,—
বিশ্ব-বিহারী নূতনে !
দখিণে গেছে অগস্ত্য,
পশ্চিমে গেছে ভার্গব, যেথা
সূর্য্য না জানে অস্ত !
গেছে রঘু প্রাগ্‌জ্যোতিষে,
বিশ্ব ছেয়েছে দলে, দলে, দলে,—
ভিক্ষু, শ্রমণ, বোধীশে ;—
দীপ্তি বহি' তিমিরে !

ধনপতি সে শ্রীমন্ত,—
সিংহল-জয়ী বিজয় সিংহ,—
কীর্ত্তি-কথা অনন্ত !
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সিদ্ধ,
বীর্য্যে—উদার, স্নিগ্ধ,
আচারে জগৎ মুগ্ধ,
সেবায় নহেক' ক্লান্ত ;—
এ হেন সন্তান, আজ,
আইল কি পুনঃ আলয়ে তোমার,—
ঘুচায়ে দুখ, ভয়, লাজ ?

তোমারি মন্ত্র-ভাষা গো,—
পূত, সুললিত, সঙ্গীত জিনি’
সে—মানস পরকাশা গো ;—
জাগিছে আজি সে ফিরে !

সপ্ত সাগর তীরে,—
তোমার সপ্ত কোটি সন্তান
শত কোটি হ’বে ধীরে !
(মোরা) নৌকা ভরেছি পণ্যে,
(তুমি) আশিষ’ দূর্ব্বা-ধান্যে,
জননী ! তোমারি পুণ্যে—
(মোরা) সকলি পাইব ফিরে।
নৌকা—ছুটেছে অধীরে !
সাত ডিঙা ধন কোন্ প্রয়োজন ?
ঘিরিয়া ফেলিব মহীরে ;
অচিরে—কিম্বা ধীরে !

দ্বিতীয় চন্দ্রমা।

স্বপনে দেখিনু রাতে, হে ভারত-ভূমি,
সাগর-বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্ত্যের চন্দ্রমা,
কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীন আমি,—
শুনিনু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা!

দেখিলাম, মহাকূর্ম্ম সাগরের তলে,
বলিছেন মন্দ্রভাষে নাগদলে ডাকি',
"খুলে দে বন্ধন যত, শিরে ধর তুলে,
অপূর্ব্ব এ ভূমি, আয় দেবলোকে রাখি।

পৃথিবীর গন্ধ নাই—নিষ্কাম ভারত!
ধর্ম্মের ভবন চির! দেব যোগ্য দেশ!
ধর্ম্ম বিভা পৃথিবীরে দিয়েছ নিয়ত,
এবে চন্দ্র সনে প্রভা বিতর অশেষ।"

সহসা দেখিনু, মুক্ত কপোতের মত
উঠিলে অম্বরে, তুমি, দ্বিতীয় চন্দ্রমা!
চির জ্যোৎস্না হ'ল ধরা, চির আলোকিত;
অতন্দ্র যুগল-চন্দ্র—অপূর্ব্ব সুষমা!

ধর্ম্মঘট।

বাদলরাম হাল্‌ওয়াই—
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
ধর্ম্মঘটের মস্ত চাঁই
দেখ্‌তেও ঠিক পালোয়ান।
মোটা রকম বুদ্ধিটা, তার
কণ্ঠস্বর ও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে স্বীকার,—
কর্ব্বেই তা সুনিশ্চয়।
ছ' ছ' দিনের ধর্ম্মঘটে
বিকিয়েছে সর্ব্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও গাড়ী যোতেনি আর!
হোথায় যত সওদাগরে
কাম্‌ড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে সপরিবারে
শুকায়, ঘরে নাইক ভাত।

হপ্তা গেল ; পত্নী তাহার
দু'দিন আছে উপবাসে,
যুত্‌তে গাড়ী ব'ল্‌তে গিয়ে,
শিক্ষা ভালই পেয়েছে সে।
শিশুটি তা'র ব্যাপার দেখে
কাঁদ্‌তে যেন গেছে ভূলে,
শান্তমুখী মেয়েটি আজ
ভয়ে ভয়ে নয়ন তুলে।
ছেলে মেয়ের কষ্টে সে যে
মোটেই ছিল নাক' সুখে,
স্পষ্ট সেটা লেখাই ছিল—
তার সে বিষম কাল মুখে ;
তারই সঙ্গে লেখা ছিল
হৃদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘৃণা, বিষম জ্বালা,
সবার উপর—অটল পণ !
ধনীর ধনের উপরে যে
পরিশ্রমের আছে মান,—
যদিও এটা নাই সে বোঝে
নয় সে তবু ক্ষুদ্র প্রাণ।

বাদলরাম ! বাদলরাম !
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান !
বাদলরাম ! বাদলরাম !
দেখ্‌তে শুন্‌তে পালোয়ান !
সূক্ষ্ম নহে বুদ্ধিটা তার,
কণ্ঠস্বর ও মিষ্ট নয় ;
কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে স্বীকার,—
কর্ব্বে সে তা' সুনিশ্চয়।

পথে।

আমার ধূলায়—এত ঘৃণা ;—
আর তুই ধূলা মেখে, গাড়ী খান্ পথে দেখে,
ধরিলি আমারে এসে কিনা !

আশ্রয় লইলি মোর কোলে,
ওরে, তোর নাহি ভয়, ভয়ের এ ঠাঁই নয়,
ধূলা দেছ,—মারিব তা' ব'লে ?

শোন্ ওরে পথের বালক,
দূরে চলে গেছে গাড়ী, এই বেলা তাড়াতাড়ি
বাড়ী যা' রে, থাকিতে আলোক।

চলে গেছে, যাক্—বাচা গেল ;
আশ্রয় দিলাম তা'রে, সে বেশ ধুতির 'পরে—
চিহ্ন এক রেখে গেল কাল !

সত্য কথা বলিতে কি ভাই,
ধূলা দেখে হ'ল রোষ ; কিন্তু তা'র—কিবা দোষ ?
পথই তা'র খেলিবার ঠাঁই।

দরিদ্রের শিশু সে যে হায়,
কোথায় আঙিনা তা'র নাচিবার—খেলিবার ?
পথে খেলে, ধূলা মাখি' গায়।

বিশ্বগ্রাসী, ওগো, ধনী দল !
দরিদ্রের সকলি ত'— করিয়াছ কবলিত,
পথ মাত্র আছিল সম্বল.—

ছেলেদের খেলিবার স্থান ;
তা'ও সহিল না আর, তা'ও কর অধিকার ?
গাড়ী, ঘোড়া, আনি নানা যান !

বিভীষিকা দেখায়ে এ সব—
ইচ্ছা কি দরিদ্র দলে, পাঠাইতে রসাতলে ?—
ধনহীন—নহে কি মানব ?

অন্ধ শিশু।

শীর্ণ দেহ, শুষ্ক তার মুখ,
দৃষ্টিহীন—শিশু এতটুক্ ;
জন্মেছে সে ভিখারীর ঘরে,
জীবন বহি'ছে অনাদরে।
পিতা মাতা কেহ নাই—কেহ নাই তা'র,
সে এখন অপরের সহায় ভিক্ষার।
অন্ধের দুখের নাহি শেষ,
গ্রীষ্মে শীতে একই তার বেশ,—
একই ভাবে সকাল বিকাল,
পথে বসি' কাটায় সে কাল ;
কেহ বা দলিয়া যায়,---কেহ বলে 'আহা',
ব্যথিতের দুঃখ, হায়, কে বুঝিবে তাহা !
না জেনে সে বসিল ফিরিয়া,
পথ পানে পিছন করিয়া ;—
না জেনে প্রাচীর-পাদ-মূলে,
হাত খানি পাতিল সে ভুলে !
নিষ্ঠুর নগরী ওরে, বিদ্রূপের ছলে,
মনে হয়, বিধি তোরে ভৎ'সিলা কৌশলে !

অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী।

ওরে বধূ, গ্রাম্য-পথ-শোভা,
আজি কেন নগরীর মাঝে ?
কৃষকের গৃহলক্ষ্মী তুই,
বল্ আজি হেথা কোন্ কাজে ?
তুই কি বিধবা নিরাশ্রয়া ?
স্বামীর স্মিরিতি, শিশুটিরে
বাঁচাইতে, ত্যজি' লজ্জা ভয়—
এসেছিস্ গ্রামের বাহিরে ?
অথবা এ কি রে অভাগিনী
কলঙ্কের নিশানা তোমার ?
—ভেবেছিলে বালাই যাহারে,
সান্ত্বনা সে আজি নিরাশার।
কেন বাছা এনেছিস্ শিশুরে ভিক্ষায় ?—'
কাঁদে ছেলে,—নিয়ে যা',—নিয়ে যা' ;—
জাননা ?—ভিক্ষায় তুমি এনেছ যাহারে,
পিতা তা'র নিখিলের রাজা !

বিকলাঙ্গী।

নগরীর পথে, হায়,
 কৌতুকের স্রোতে,
পাতিয়া বিশীর্ণ হাত—
 প্রাতঃকাল হ'তে,
  বসে' আছে পথে!

মুখে নাহি বাণী, গা'য়
 ছিন্ন বাস খানি,
বয়স চৌদ্দের বেশী
 নহে অনুমানি,
  কুব্জা অভাগিনী।

মুখ পানে তবু, কা'র'
 চাহেনাক' কভু,
যৌবন যদিও আজি
 দেহে তা'র প্রভু,—
  চাহেনাক' তবু!

বেণু ও বীণা।

সরম-সঙ্কোচে, তার
সর্ব্ব দোষ ঘোচে ;
কুঞ্জারে ঘিরিয়া, ফুল—
ফোটে গোছে গোছে !
সরমে—সঙ্কোচে।

'কুস্থানাদপি'

স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা!
তুমি কর ভাব-উপদেশ;
সোনা সে সকল ঠাঁই সোনা,
যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ।
পীড়া পেলে পথের কুকুর,
হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত;—
ব্যথা তা'র করিবারে দূর,
প্রাণ ঢেলে সেবি'ছ নিয়ত!
উঠিছে সে শ্বসিয়া, শ্বসিয়া,
উর্দ্ধমুখ উদ্গত নয়ন;
শ্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমার' যে তাহারি মতন।
হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার!
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার?

দেখি' তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভঁরে,
বুদ্ধ—তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের—ক্ষণেকের' তরে !

বন্যায়।

বন্যায় গিয়েছে দেশ ভেসে।
বনস্পতি,—পাখী দলে, নিশীথে, জাগায়ে বলে',—
"প্রাণ বাচা'—পালা' অন্য দেশে।

রক্ষা নাই আমার এবার,
এবার আসিলে হানা, আর আমি টিকিব না,
দেরি তোরা করিস্‌নে আর।"

দেখিতে দেখিতে এল হানা,
বনস্পতি,—গঙ্গাজলে, ছিন্ন মূল,—ভেসে চলে,
তবু তা'রে পাখীরা ছাড়ে না।

"এখন' যা" বলে' বনস্পতি ;
পাখী বলে' "পুণ্য ম'লে— ভেসেছি গঙ্গার জলে ;"
সুজনের এই ত' পীরিতি।

দেবীর সিন্দূর।

সারারাত, আহতের মত,
শোকাহত আচার্য্য ভাস্কর,—
নিদ্রাগত—শয্যা বিলুণ্ঠিত,
তবু ব্যথা জাগে নিরন্তর।

অকস্মাৎ আসিল চেতন,
বক্ষ হ'তে নামেনি বেদনা ;
শ্বাস যেন পূর্ব্বের মতন
সহজে করে না আনাগোনা।

"আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,
ঘরে ঘরে বাদ্য বাজে নানা ;
সধবারা সাজিতেছে সব,
বিধবা লীলার তাহে মানা।

আছে লীলা বীজাঙ্ক চর্চ্চায়,
মন যেন শান্তির নিবাস ;
সে ধৈর্য্য জানিনা কেন, হায়,
মোর মনে জাগায় তরাস।

মূর্ত্তিমতী শান্তি, মা আমার,
কোন' কথা নাহি তা'র মুখে ;
তবু, তা'র মুখ-চাওয়া ভার,
শেল সম বাজে মোর বুকে।

লীলাবতী—সন্ন্যাসিনী বেশে—
করিতেছে দীর্ঘ উপবাস,
পিতা আমি, দেখিতেছি ব'সে,
চোখের উপরে বারমাস !

ডাকি' লহ মোরে যমরাজ !
ডাকি' লহ কন্যা পতিহীনা ;
পিতা হ'য়ে করিতেছি আজ,
সন্তানের মরণ কামনা !
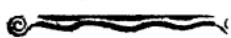
আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,—
এ উৎসব সকল হিন্দুর ;
সধবারা চলিয়াছে সব,
পরিবারে' দেবীর সিন্দূর ;—

ব্রাহ্মণী ! এদিকে এস, শোন,
এখনি করিয়া দাও দূর—
মূর্খ—যত দেবল ব্রাহ্মণ.
পর' নাক' দেবীর সিন্দূর।"

শিশুর স্বপ্নাশ্রু।

দোলায় শুয়ে ঘুমায় শিশু মায়ের কোলের মত,
মায়ের নয়ন নিয়েছে আজ জাগরণের ব্রত !
পল বিপলে, সকাল সাঁঝে, পাঁচটি মাসের স্নেহ,
হৃদয়টি তা'র ছাপিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দেছে গেহ।
হায় কিশোরী ! নূতন খেলা—মানুষ পুতুল নিয়ে,—
প্রদীপ করে, পলক হারা, তাই কি আছিস্ চেয়ে ?
ঘুমায় শিশু, পল্লী ঘুমায়, ঘুমে জগৎ ছায়,
কাজল-কাল চোখের কোণে ঈষৎ হাসি ভায় !
হঠাৎ, কেন চোখ দু'টি তা'র, ছল্‌ছলিয়ে আসে,
ঘুমের ঘোরে, শিশুর চোখে, কোন্ দুখে জল ভাসে ?
ঝিনুক বাটীর ঝন্‌ঝনা কি নিদ্রা ঘোরে ও শোনে ?
তাই কি কাঁপে ঠোঁট দু'টি তা'র—অশ্রু চোখের কোণে ?
ভয় যে আজ' শেখেনিক' মান অপমান নাই,—
কি বেদনায়, ঘুমের ঘোরে, তা'র চোখে জল ভাই ?
শিশুর স্বপন—তা'ও কি নহে সুখের ভগবান ?
বিভীষিকার বিষম ছায়া তাতেও বিরাজমান ?

অধ্রুব।

খটের ধারে, বাতাসে তুল্‌তুল্‌,
দেখেছিলাম এক্‌টি ছোট ফুল,—
রবির আলোয় আহ্লাদে আকুল!
চটুল চোখে তারার মত চায়,
হাত-লোভান,' মন-মজান' তা'য়,
খটের ধারে ছুটেছিলাম, হায়।
কত চড়াই, কত না উত্‌রাই,
তবুও তা'র নাগাল নাহি পাই,
ছিন্ন আঙুল, আকুল চোখে চাই;
এই সে দেখি, যায় না দেখা আর,—
ওই সে পুনঃ, এম্‌নি বারে বার,
এম্‌নি ক'রে কাছে গেলাম তা'র।
খাড়া পাহাড়,— ফাটলে তা'র ফুল,
শিলার ফাঁকে বাধিয়ে দে' আঙুল,—
বাড়াই বাহু—আবেগ সমাকুল।

হঠাৎ—বায়ু বইল ঝুরুঝুরু,
হৃদয় তলে বিষম গুরুগুরু,
নিখিল যেন দুল্‌ছে দুরুদুরু!
গাছ দেখিনে, শুধু গাছের মূল,—
সাপের মত ঝুলিয়ে দে লাঙ্গুল—
গিরির গায়ে ঘুমেই ঢুলুঢুল।
শুইয়া পড়ি—ঝুঁকিয়া পড়ি ধীরে,
পাইনে নাগাল,—রক্ত নামে শিরে,
নিম্নে তিমির, শিলায় দেহ চিরে।
এবার বুঝি ঠেক্‌লরে আঙুল!
হঠাৎ—একি!—প'ড়্‌ল খসে ফুল,—
খটের তলে, বাতাসে দুল্‌দুল।

স্খলিত পল্লব।

আহ্লাদে বনানী সাজে মুকুলে পল্লবে,
বসন্তের সারঙ্গের রবে!
নিবিড় শীতল ছায়,
রাখালেরা ঘুম যায়,
পাখী গায় মৃদু কলরবে;
গাছে গাছে কিশলয়,
নূতনের গাহে জয়,
মৃত্যু জরা পাশরিয়া সবে।

অকস্মাৎ ক্ষুণ্ণ করি' পল্লবের হৃদ,—
ক্ষুণ্ণ করি' বসন্ত-সম্পদ,—
স্তব্ধ করি' কলরব,—
পল্লবের জীর্ণ শব
লভিলরে নির্ব্বাণের পদ।
কে জানিত শোভা মাঝে,
মরণের পাংশু সাজে,
একজন পার হয় মরণের নদ?
কাহার' হ'লনা ক্ষতি, গেল সে লুকায়ে,
নিভৃতে বৃন্তটি শুধু উঠিল শুকায়ে।

দুর্দ্দিনে অতিথি।

সে দিন হঠাৎ বর্ষা পেয়ে,
কামিনী ফুল ফুট্‌ল বনে ;
আমি তাহার একটি গুচ্ছ
তুলে নিলাম পুলক মনে।

ঘরে এসেই দোয়াত হ'তে,
লুকিয়ে, ফেলে দিলাম কালি,
দোয়াতের সে ফুলদানীতে
ফুল্‌টি রেখে দেখ্‌ছি খালি ;

জোর বাতাসে, হঠাৎ, ঘরে
ঢুক্‌ল সে এক প্রজাপতি ;
রইল রে সে সারাটি দিন,
এক্‌লা ঘরের হ'য়ে সাথী।

অতিথ্ হ'ল আমার ঘরে,
প্রজাপতি আপন হ'তেই ;
ঝড় বাদলে, ছাড়্‌তে তা'রে,
পার্‌বনাত' কোন' মতেই।

কবাট দিলাম বন্ধ ক'রে,
জানালা দিয়ে দিলাম তাই ;
সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে,
ভাবছি ব'সে কত কথাই।
হঠাৎ, উড়ে, আলোয় প'ড়ে,
প্রজাপতির জীবন গেল ;—
হায়, অতিথি ! নয়ন জলে,
নয়ন আমার ভ'রে এল।

তুর্দ্দিনের সেই অতিথিরে,
হায়, সুদিনের সুপ্রভাতে,—
আমার স্নেহ—পাথেয় দিয়ে,
পেলাম নারে আর পাঠা'তে।
আবার আমি তেম্‌নি ক'রে,
অনল-দগ্ধ দেহটি তা'র,
রেখে দিলাম ফুলের 'পরে ;—
এঁকে নিলাম বুকে আমার !

শ্রাবণ ১৩০৪ সাল।

গোলাপ।

পলে, পলে,—আলোকে, পুলকে,
ভরি' উঠে গোলাপ উষায় ;
স্ফুরিত পাপ্‌ড়ি, দিকে, দিকে,
কচি ঠোঁটে কি বলিতে চায় ?
রৌদ্রের সাগ্রহ আলিঙ্গনে,—
বায়ুর চুম্বনে, উষ্ণ শ্বাসে,—
গন্ধ-ধারা সৃজিয়া কাননে,
কৌতুকী সে—হাসে, শুধু হাসে !
অলি আসে—মধু লয়ে যায়,
থাকে না সে কাজ সাঙ্গ হ'লে,
গোলাপ সে মু'খানি ফিরায়,
শ্রান্তি ভরে বৃন্তে পড়ে ঢ'লে।
রক্তমুখী সন্ধ্যার গোলাপ,
ভাবে বুঝি লাবণ্য বাড়িছে ;—
বিষ ঢালে দিনান্তের তাপ,
আর জীবনের আশা মিছে।

নিশি আসে, শিশির নিষেকে—
শক্তি আর ফিরে নাক' তা'র,
শেষ গন্ধ ক্ষরে থেকে থেকে,
শেষ মধু,—নাহি নাহি আর।
তার পর নিশান্ত বাতাসে,
দলগুলি ঝরি' পড়ে, হায়,
আলোকের তীব্র পরিহাসে,
ধূলি মাঝে গোলাপ লুটায়।

কুলাচার।

বর এল স্থতি-ধুতি-পরা,
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা ;
'শুনেছি বনেদী লোক,
তা'দের' কি ছোট চোখ—
চেলী কভু দেখে নি কি তা'রা ?'
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা।

বাকা পটু জেঠা মহাশয়,—
বর পক্ষে সম্বোধিয়া, কয়,
"স্থতি ধুতি ব্যবহার
এও নাকি কুলাচার ?
এমন ত' দেখিনি কোথায়।"
হাসি' কয় জেঠা মহাশয়।

বরের সে পিতামহ শুনি',
(বর্ষীয়ান্ নিষ্ঠাবান্ তিনি)

কহেন "বাপু হে শোন,
কাহিনী অতি পুরাণ,
পিতৃমুখে শুনেছি এমনি,—
এসেছিল বৃদ্ধ এক মুনি ;—

এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ
বহুকাল আগে এক দিন ;
সে দিন মোদের গৃহে,
বিবাহের সমারোহে,—
দীর্ঘ জটা, কম্বল মলিন,—
এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ ;—

দেহ গড়—উন্নত শিখর,
দন্ত শ্বেত, হাস্য মনোহর,
দগ্ধ প্রায় 'ধুনী' যেন
দীপ্তিমান্ দু'নয়ন,
দ্রুত পশে সভার ভিতর ;
স্তম্ভিত সকলে যোড় কর।

কহিলা, কাঁপায়ে সভাতল,
'শুভকাজে—একি অমঙ্গল ?

বিধান দিতেছি আমি,
কথা শোন গৃহস্বামী ;—
(পুরোহিত ! ভেব'না, পাগল,—
দক্ষিণা লইব শুধু ফল।)

চীনবাস পোড়াও সকল,
কার্পাস পরাও নিরমল,
ধনী পাদপের দান,—
কন্যা বরে শোভমান ;
বৃথা শিরে ল'য়োনা এ পাপ,—
ভ্রূণ-জীব হত্যার সন্তাপ।'

মৌন সবে যেন মন্ত্র-বলে,
চীনবাস পোড়ায় অনলে ;
নিষ্পাপ কার্পাস বাস,
পুষ্প সম পুণ্য হাস,
কন্যা-বরে করিল প্রদান ;
অন্তর্দ্ধান সন্ন্যাসী মহান্ !

সেই হ'তে বংশের গৌরব,
সেই হ'তে সম্পদ বিভব,

সে অবধি এ বিধান—
কুলাচারে অধিষ্ঠান,
সে অবধি সব সুলক্ষণ,
পাপ প্রথা করিয়া বর্জ্জন।"

চমৎকৃত সভামাঝে সবে—
সন্ন্যাসীর পুণ্যের প্রভাবে,
কন্যাপক্ষ, তাড়াতাড়ি,
কন্যার রেশমী শাড়ী
ছাড়াইয়া, কার্পাসে সাজায়!
নবোৎসাহে নৌবৎ বাজায়!

তিলক দান।

স্নান সারি' সকাল সকাল,
মিঠায়ে ভরিয়া ছোট থাল,
আপনি চন্দন ঘসি',
চারি বছরের 'উষী'
ফোঁটা দিল, হাসি এক গাল।

দিদি এল পিঠে ভিজে চুল,
উষা-স্নানে শীতল আঙুল,
স্নেহের গৌরবে তা'র,
মুখে শ্রী ধরে না আর,
মা বলিয়া মনে হয় ভুল!

কার্ত্তিকের প্রভাত বাতাস
এখন' ছাড়িছে হিম-শ্বাস,—
চন্দন-পরশ, শিরে,
জাগায় সে ফিরে, ফিরে,—
জাগায় সে স্নেহের আভাস।

বেণু ও বীণা।

আছি মোরা দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
পূর্ণ পথ—ছোট বড় ভায়ে ;
—আকুল তৃষিত চোখে,
মলিন—বয়সে শোকে,
মুখ পানে কে গেল তাকায়ে ?

জড়সড়—শীতে করি' স্নান,
পরিধান—ধুতি পিরিহান,
শুভ্রকেশ—যত্নহীন,—
কোথা যাও হে প্রাচীন ?
তুমিও কি মোদেরি সমান ?—

বর্ষীয়সী ভগিনীর গৃহে,
চলেছ কি স্নেহের আগ্রহে ?
অথবা, অভ্যাস বশে,
অতীত মৃতের দেশে,
খুঁজিয়া ফিরি'ছ সেই স্নেহে ?

এস, এস, মোদের পুলক—
পুনঃ তোমা' করিবে বালক !
ক্ষুধিত ললাটে তব—
মোরা দিব—মোরা দিব ;—
স্নেহদান—চন্দন-তিলক।

শিশুর আশ্রয়।

গোপালের মত শিশুটি ;
মা তাহার এক বেণিয়ার দাসী,
দিনে রাতে কাজ—নাই ছুটি।

শিশু—কাছে কাছে থাকে,
জল ঘাঁটে, কাদা মাখে,
ছুটে আসে শুনে মা'র স্বর ;—
কবে অবসর হ'বে,
কবে তা'রে কোলে নেবে,
পা'বে ছেলে মায়ের আদর।

ট'লে ট'লে চ'লে যায়,
মা'র মুখ পানে চায়,
ট'লে ট'লে কাছে আসে ফের ;
কাজে যেন ব্যস্ত কত,
হাত নাড়ে মা'র মত,
গিয়ে তা'র কাছেতে মুখের।

মা তা'র উঠিবে যেই,
ছেলের আঙুল সেই,—
চোখে লাগে, দেখে অন্ধকার ;
অমনি শিশুর পিঠে,
পড়ে চড় দু'চারিটে,
কাঁদে শিশু করি' হাহাকার।

ভয়ে ধেয়ে মা'রই কাছে গেল সে পাগল !
মার খেয়ে—আগে ভাগে পেলে শিশু কোল

বেণু ও বীণা।

হাসি-চেনা।

ওরে দিদি, দেখি, দেখি,—একবার আয়,
ওই দুষ্ট হাসি যেন দেখেছি কোথায়!
যে বুড়া হয়েছি আমি ভাই,
সব কথা ভুলে ভুলে যাই।
ওই যে চতুর হাসি সরল প্রাণের,
ও যেন কায়দাটুকু মধুর গানের;
হয়েছে,—ও হাসিটুকু, ভাই,
যা'র ছিল, সে ও আর নাই।

থাকিলে কি হ'ত বলা নয়ক' সহজ,
তো'তে আর তা'তে গোল বাধিতই রোজ;
আর মনে তা'র ঠাঁই নাই,—
সে টুকু তোদেরি দি'ছি ভাই।
অতীতের তরে শোক?—আমার ত' নাই;
যা'রা গেছে, আমি দেখি, তোরাও তা'রাই!
ভুল হ'য়ে যায় সব ভাই,
বুড়া আমি—তাই ভুলে যাই!

বেণু ও বীণা।

কচি হ'য়ে ফিরে আসে আমাদেরি মুখ,
আমাদের যৌবনের যত ভুলচুক,
চলা, ফেরা, সব—চেনা, ভাই,
চেয়ে, চেয়ে, দেখি শুধু তাই।
যা'রা গে'ছে—কোথা হ'তে তা'দের সে হাসি—
প্রত্যহ নূতন মুখে ফুটে রাশি রাশি!
কৌতুকে রয়েছি ভাল, ভাই,
দ্যাখ্—আর বুড়া আমি নাই!

বর্ষীয়ান্।

নগরীর সঙ্কীর্ণ গলিতে—
পরিচ্ছন্ন পুরাণ কুটার ;
এক দিন সে পথে চলিতে
কুটারেতে দেখিনু স্থবির।
আপন বলিতে, এ জগতে,
কেহ আর নাহি সে বুড়ার,
তাই, যা'রে পথে দেখে যেতে,—
ডেকে বলে' যত কথা তা'র।

'টোটা'র বারতা শুনি' যবে,
দেশে দেশে অসংখ্য সিপাহী,—
কলহ করিয়া কলরবে,
দলে, দলে, হইল বিদ্রোহী ;—
অরাজক, হত্যা, অত্যাচার,
লুট্‌পাট, বীভৎস ব্যাপার ;—
সেই কালে বহু 'রোজগার'
ঘটেছিল অদৃষ্টে বুড়ার।

বেণু ও বীণা।

দিন কত' খুব ধূমধামে—
কাটে কাল, আমোদে হেলায়,
অট্টহাসি যেথায় ত্রিযামে,
সেথা হ'তে কমলা পলায়।
তার পর ব্যবসা জুয়ায়,
সম্পত্তি বিস্তর গেল তা'র ;
মরে গেল পুত্র দু'টি হায়,
পত্নী গেল—ঘুচিল সংসার।

"ঋণগ্রস্ত, বৃদ্ধ, অসহায়,
পুত্রহীন, সম্পদ-বিহীন,—
প্রতিবাসী—হেন দুর্দ্দশায়,
ফিরে নাহি দেখে একদিন!
গঙ্গা স্নানে যদি কভু যাই,—
রুগ্ন আমি, ঘটেনা প্রত্যহ,—
সমুখে যা' পায়—লয় তাই,
বলিবার নাহি মোর কেহ ;
বলিলে মারিতে আসে সব,
নহি তবু তা'দের প্রত্যাশী,
চোর হ'য়ে আছি কি যে ক'ব
এমনি সুজন প্রতিবাসী!

বুড়া আমি মোর'পরে এত উপদ্রব"—
কহে বৃদ্ধ, অকম্পিত-উৰ্দ্ধ-নেত্রে চাহি,'—
"ভগবান্ তুমি ইহা দেখিতেছ সব,
চাহিয়া তোমার মুখ এত আমি সহি।"
অত্যাচার, অন্যায়ের বারতা শুনিয়া,—
স্বার্থপর দর্পিতের শুনি' বিবরণ,—
বিশ্বাসী সে নিঃসহায় বৃদ্ধেরে দেখিয়া,—
মনে হয়—আছ তুমি—আছ ভগবন্!

অরণ্যে রোদন।

ঘেসেড়ানি চ'লে গেছে জল খে'তে নদে,
একা—মাঠে শিশু তা'র কাঁদিছে বসিয়া,
দ্বিপ্রহর—নিরজন,—ক্ষীণকণ্ঠ কাঁদে,—
অপরূপ শব্দ-মায়া বাতাসে সৃজিয়া!

কাছে আসে প্রজাপতি,—নেমে আসে সুর,
আবার বাড়িয়া উঠে;—বাতাসের বেগে
পতঙ্গ পলায় সেই—দূর হ'তে দূর;
বিশ্বে আজি—কান্না শুধু উঠে জেগে, জেগে!

হাতে এসে মনোজ্ঞ সে পতঙ্গ পলায়,
কান্না সেত' চিরসাথী—আছেই সমান,
বাড়ে কমে?—সত্য বটে; থামেনা রে হায়,
হায় রে একান্ত একা শিশুর পরাণ!

কখন্ থামিবে কান্না,—আসিবে জননী,
ফুরাইবে বিজন বাস—জুড়াবে পরাণী।

দেবতার স্থান।

ভিখারী ঘুমায়েছিল মন্দিরের ছায়ে ;
সহসা ভাঙিল ঘুম চীৎকার ধ্বনিতে,
জাগিয়া, চাহিয়া দেখে, পূজারী দাঁড়ায়ে,—
গালি পাড়ে, ক্রোধে যায় ধাইয়া মারিতে।

বিস্ময়ে ভিখারী বলে' "গোসাই ঠাকুর !
বুঝিতে না পারি মোরে কেন দাও গালি,
ভিক্ষা মেগে ফিরিয়াছি সারাটি দু'পুর,
শ্রান্ত বড়, তাই হেথা শুয়েছিনু খালি।"

রুষিয়া পূজারী কহে "চুপ্ বেটা চোর-
নীচ জাতি,—জাননা এ দেবতার ঠাঁই ?
মন্দিরের অভিমুখে পা' রাখিয়া তোর—
এটা হ'ল আরামের ঠাঁই ?—কি বালাই !"

সে বলে "পা' লয়ে তবে কোথা আমি যাই,
এ জগতে সকলি যে দেবতার ঠাঁই !"

মেঘের বারতা।

নীল-মেঘপুঞ্জ হ'তে শৈত্যের বারতা
আসিছে, তাপার্ত্ত, ক্লিষ্ট ধরণীর 'পরে;
আচম্বিতে জলে, স্থলে, কাননে, অম্বরে,
বর্ষণে ধ্বনিয়া উঠে চর্চ্চরিকা গাথা!

কাঁপে তরু, পুলকে আপ্লুত পুষ্পলতা;
বৃষ্টি ধারা উঠে নাচি' বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্যাম সরোবরে
সু-যৌবনা শ্যামাঙ্গীর লাবণ্য-গৌরতা!

কালোতে বিকাশে আলো, মৃণালে কমল,
শ্যাম পত্র-পুটে ফুটে সোনার মঞ্জরী,
তীর-বনচ্ছায়া-নীল, শ্যামল, কোমল,
বৃষ্টিপাতে——সরসীর বিকাশে মাধুরী।

নীল মেঘ হ'তে আসে শান্তির বারতা,
ধরায় লাবণ্য আনে অমরার কথা!

অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

স্বধর্ম্মে স্থাপিলা যবে সৃষ্টিরে বিধাতা,
(প্রতাপে তপনে যথা,) অদৃষ্ট আসিয়া
নিভৃতে মদনে ডাকি' কহিল বারতা ;
বাহিরিল চুপে চুপে দু'জনে হাসিয়া।

কুহেলি' সৃজিয়া তা'রা মাথায় তপনে,
তপন হিমাংশু হ'ল ; হেথা পুনরায়
নৈশ মেঘে চন্দ্র-ধনু রচিল গোপনে ;
কেবা সূর্য্য—চন্দ্র কেবা—চেনা হ'ল দায় !

শুধু তাই নয়, রৌদ্র সৃজিয়া শশীর,
পূর্ণিমার শুক্ল মেঘে করিল স্থাপন ;
বিরহে মিশায়ে দিল স্মৃতি পিরীতির,
মিলনে কল্পিত ভেদ করিল রোপণ !

শাপ দিলা অন্তর্যামী অদৃষ্ট-মদনে,
'প্রভু হ'য়ে হ'বে দাস মানব সদনে।'

'বাতাসী-মা'র দেশ।

তুলোর মত পাখার ভরে,
কোন্ ফুলের বীজ উড়েছে ?
কোন্ দেশেতে জনম লভি'
কোন্ বিজন গাঁয় ছুটেছে ?

ছেলেরা যেই ধরিতে ধায়,
অমনি উঠে বাতাসে, হায়,
কেউ বলে সে চাঁদের সুতো
হাওয়ার স্রোতেই ছুটেছে !

কেউ বলে ও বাতাসী মা'র
কোন্ বিজন গাঁয় ছুটেছে।

সবাই মিলে উঠ্‌লো ব'লে শেষ,
আমরা যা'ব বাতাসী মা'র দেশ !

যে-দেশে লোক স্বপন ভরে,
বাতাসে বীজ বপন করে,

বাতাসে হয় সোনা-ফসল,
সোনার চেয়ে দেখ্‌তে বেশ !

আজ্‌কে মোরা সেই দেশেতে যা'ব,
আজ্‌কে যা'ব বাতাসী মা'র দেশ !

তুলোর মত লঘু পাখায়,
বায়ু ভরে বীজ উড়ে যায়,
বায়ু মাঝে বপন, রোপণ,
বায়ুর মাঝে ফসল শেষ !

আজ্‌কে মোরা সেই দেশেতে যা'ব,
আজ যা'ব রে বাতাসী মা'র দেশ !

জীর্ণ পর্ণ।

সূর্য্যের কিরণ করি' আড়,
দিব্য এক টগরের ঝাড় ;
আকাশে বাড়িয়া উঠে বেলা,
ছেলেরা ছাড়েনা তবু খেলা,
বুড়াদের ভাঙেনাক' জাড়।

অকস্মাৎ পড়ে গেল চোখে,
টগরের পল্লবের ফাঁকে,—
কি এক সামগ্রী মনোলোভা,—
বিম্ব ফল জিনি তা'র শোভা,—
রক্ত—যেন অপ্সরার স্বর্ণ অলক্তকে !

কাছে গিয়ে, দেখিনু যা' শেষে,
কৌতুকে একাই উঠি হেসে ;
সে নহে অমৃত-ফল, হায়,
জীর্ণ পাতা, রৌদ্রে স্বচ্ছ প্রায়,
জীর্ণ তবু পূর্ণ যেন রসে !

তা'র কাছে সরস পল্লব,
কান্তিহীন, দীপ্তিহীন, সব ;
এ জীর্ণ পল্লব মাঝে, আজ,
সুস্থ, পুষ্ট, পত্রে দিয়া লাজ,—
বিকশিত সবিতার কিরণ-গৌরব !

অক্ষয়-বট।

জন্ম তব সত্যযুগে, হে অক্ষয়-বট,
শাস্ত্রে কহে, সত্য কি? কহ তা' মোরে তুমি
বহু আশে এসেছি হে তোমার নিকট,
ধন্য সে, চক্ষে যে হেরে তব পীঠ-ভূমি।

ভাসিলা কি নারায়ণ তোমারি পল্লবে?
পিণ্ড দিলা সীতাদেবী তোমারি সাক্ষাতে?
সিদ্ধার্থ দেখিলা তোমা'—আর ভিক্ষু সবে?
বিক্রম বেতালে লভে—সে কি ও শাখাতে?

বল মোরে বিবরিয়া ছদ্মবেশ রাখি'
পূর্ব্ব কথা,—সর্ব্বতাপ যে কথা ভুলায়;
ভূত সাক্ষী তুমি শাখী; কতই না পাখী
যুগে যুগে শাখে তব বেঁধেছে কুলায়!

সময়-সাগর-জলে মগ্ন অতীতের
তুমি মাত্র চিহ্ন শাখী, পূর্ব্ব ভারতের।

শিশুহীন পুরী।

সলিল-আলয়ে রাঙা শিখা ল'য়ে
আজিও রয়েছে কমল-কলি ;
এ হেন শিশিরে হায়, কা'র তরে,
জলে উঠে নিতি অনল জ্বলি' !

তাম্বূলের রসে রাঙায়ে রসনা
সোনামুখী বন-জবার হাসি—
ফুটিল আবার বনে বনে ওই,
আজ কে দেখিবে তা'দের আসি' ?

কলায়ের স্থঁটে প্রজাপতি ফুটে,—
প্রজাপতি লুটে বেড়ায় খালি ;
নারিকেল শিরে বেজে ওঠে ধীরে
শত জোড়া ছোট হাতের তালি !

কাঠ-বিড়ালেরা মুখে মুখে করে
ঘুর্‌নি ঘোরার হরষ-ধ্বনি ;
কাছিমেরা দেয় রোদে গা-ভাসান্,
শালিকেরা ফেরে ফড়িং চুনি'।

নীল-কদমেরা পথের উপরে
হ'য়ে যায় হায় শুকায়ে সাদা,
ঘাটের ফাটলে লুটায় চামর,
রাশি রাশি ফুটে সোনার গাদা।

বনের কুসুমে আদর করিতে
নাহি কেহ, নাহি শিশুর হাসি ;
বনে, ফুলে, ফলে, ছায়া-তরু-তলে,
শুধু বিফলতা বেড়ায় ভাসি'।

বিজন এ পুরী শিশুর অভাবে
কে যেন জীবন লয়েছে কাড়ি',
হরষ বিথার নাহি যেন আর,
আনন্দ-দেবতা গিয়াছে ছাড়ি'!

পথহারা।

আকাশ পানে চেয়েছিলাম, ছিলাম করজোড়ে,
একটা কিছু মনের মাঝে তুলেছিলাম গ'ড়ে ;
আকাশ পানে চেয়েছিলাম,
স্বাতীর জলে নেয়েছিলাম !
হর্ষে ছিলাম, হঠাৎ চোখে প'ড়্ল ধূলা এসে,
ছায়াপথটি হারিয়ে গেল,—অশ্রুজলে ভেসে।

দেখি,—প্রথম পারিনিত' চাইতে কোন'মতে,—
ছায়াপথটি হারিয়ে গেছে সাদা মেঘের স্রোতে ;
আকুল হ'য়ে দিক্ ভুলেছি,
বুকের মাঝে গোল তুলেছি,
কে—ছায়াপথ চিনিয়ে দেবে, ছিনিয়ে ছায়া হ'তে ?
পরাণ-পাখী—ফির্বে কিরে মেঘের রচা পথে ?

কে জ্যোতিপথ দেখা'বে হায়, দিব্য-রথে ল'য়ে ?
ভেসে যাবে মেঘের ফেণা কোন্ সে বাতাস ব'য়ে ?

নীরব নিশি, ভাব্‌ছি একা,—
আজও কার' নাইক দেখা,
পরাণ-পাখী ফির্‌বে নাকি তারার রচা পথে ?
তোলাপাড়া এই শুধু, হায়,—সে দিন সন্ধ্যা হ'তে।

নাভাজীর স্বপ্ন।

'ডোম' বলি', ফিরাইয়া মুখ, চ'লে গেল পূজারি ব্রাহ্মণ,
নাভাজী নমিতেছিল গোবিন্দে তখন ;
ছ'টি ফোঁটা অশ্রুজলে, মন্দির সোপান,
সিক্ত হ'ল ; সে দিন সে আর, পথে যেতে গাহিল না গান।

কাটা বেত, চেরা—কাঁচা বাঁশ, কুটীর দুয়ারে স্তূপাকার,—
অন্য দিন পরিতৃপ্ত হ'ত গন্ধে যা'র,
আজি তা'রে কোন' মতে পারিল না আর
বাঁধিবারে ; দেখিলনা চেয়ে আপন হাতের দ্রব্য-ভার।

কুটীরের রুদ্ধ করি' দ্বার, ভূমিতলে রচিল শয়ান,
রাঁধিলনা, খাইলনা, করিলনা স্নান ;
ধীরে—তন্দ্রা এল চোখে, মগ্ন হ'ল মন ;
দেখিল সে অপূর্ব্ব স্বপন,—ইষ্টদেব শিয়রে আপন !

"হে নাভাজী ! ক্ষুণ্ণ কেন মন ?" জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দ তখন,
"কর বৎস হরিদাস কবীরে স্মরণ,
সে সব ভক্তের কথা করহ প্রচার,
ব্রাহ্মণের দর্প হবে দূর,—ঘৃণা কা'রে করিবেনা আর।"

'রম্যাণি বীক্ষ্য'

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে !
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !
আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো—
আজ হেথায় কিসে এল ?
আরেক সাঁঝের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ;
তারার বনে পরাণ হ'ল সারা !
এ যেন নয় গীতি,
এ যেন নয় আলো,
তবু ' দোলায় মনে নিতি,
তবু কেমন লাগে ভাল ,—

মন যে মগন তা'তে,
ফাগুন-মধু-রাতে,
মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
পেয়েছে আজ চাঁদের যা'রা ধারা !
বিচিত্র ওই আকাশ
দেয় নূতন কত আভাস,
ঊষার আলো বাতাস—
যেন, শেফালিকার সুবাস—
যেন, তারার বনে লেগেছে,
চোখে আমার জেগেছে ;—
মুক্ত রে আজ মর্ত্ত্য-ভুবন-কারা !
তারার বনে মন হয়েছে হারা !

সন্ধ্যা-তারা।

(কীর্ত্তনের সুর)

অয়ি মৃদুলোজ্জ্বল তারাটি,
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে ;
অয়ি দিবা-কিরণ-ধারাটি,
কত শান্তি বিতর ভুবনে।
যবে উষ্ম-সমীর-নিশাসে—
মম হৃদয় শুকায় নিরাশে,
তুমি অমনি আসিয়া,
যাতনা জুড়াও—
শান্ত শীতল কিরণে ;—
মম জীবনে—সন্ধ্যা-গগনে !

যবে ধূলায় ধূলায় মিলিয়া,
ঘন আঁধার আসে গো ঘিরিয়া,
আসি আকুল পরাণে
তোমারে দেখিতে

বেণু ও বীণা।

নীলিম নিথর গগনে,
মম জীবনে—সন্ধ্যা-লগনে !

তুমি নিরাশার মেঘে ডুবোনা,
তুমি প্রলয়ের ঝড়ে নিবোনা,
শুধু অমনি আসিয়া,
হাসিয়া, হাসিয়া,
অমিয় ঢালিয়ো পরাণে ;—
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে !

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল।

অমৃত-কণ্ঠ।

শুনেছি, শুনেছি কণ্ঠ তব,
পুনঃ, আজি বহুদিন পরে,
প্রাণে মনে জেগেছে উৎসব,
রোমাঞ্চ সকল কলেবরে!
উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি, আবার শুনিতে ওই স্বরে!

নিশান্তের শুকতারা সম
পরিপূর্ণ লাবণ্যের রসে,
সঙ্গীত তোমার, নিরুপম!
হর্ষ-ধারা অন্তরে বরষে;
দিবসে কোথায় ডুবে যায়, অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু যে সে।

পূর্ণ, পুষ্ট গোলাপ মুকুল,—
নন্দনের লতাচ্যুত হ'য়ে,
তোমার ও সঙ্গীতে আকুল,—
অঙ্গে মোর পড়িল লুটায়ে,
প্রথম পাপ্‌ড়ি যে সময়ে, এলায়ে পড়িবে মধুবায়ে।

বেণু ও বীণা।

ও সঙ্গীত আঙুরের ফল,
মৃদুকায় রসের ব্যথায়,
অধরের পীড়নে কোমল
ভেঙে পড়ে, একটি কথায় ;
বিন্দু—দুই, স্নিগ্ধ, সুমধুর রস দিয়া—মিলায় কোথায়।

বর্ষণান্তে মুক্তাফল সম,—
পল্লবাগ্রে যাহা শোভা পায়,—
সন্ধ্যাসূর্য্য,—যাহে অনুপম
সপ্ত বর্ণে—আপনি সাজায়,—
সে যেন গো তোমার সঙ্গীতে, লয় দিয়া সলিলে মিলায়!

স্বাতী হ'তে ঝরি' যে শিশির
মহামণি হয় সিন্ধুতলে,
তুলনা সে—আজি এ নিশির
অন্ধকারে যে সুর উথলে ;—
আনন্দ-চঞ্চল করি' মোরে, আকুল করিয়া তারাদলে।

জননীর চুম্বনের মত
ও সু-স্বর, পবিত্র, কোমল,—
মন্ত্রপূত, আশীর্ব্বাণী-যুত,
হর্ষ-স্নিগ্ধ যেন শান্তিজল ;
সদ্য-ঝরা শেফালি পরশে, হ'ল যেন পরাণ শীতল!

নক্ষত্র জানিত যদি গান,
ভাবিতাম গাহিতেছে তারা ;
বাণীর বীণার মধু তান !
অমরার—অমৃতের ধারা !
তারার পরশ বুঝি পাও,—তাই গাও হ'য়ে আত্মহারা !

আঁখি কভু দেখেনি তোমায়,
হে অনন্ত-আকাশ-বিহারী !
ফের' তুমি তারায়, তারায়,—
নক্ষত্রের কূলে কূলে, মরি,
পক্ষ্ম যেন আঁখির পলকে,—আঁখির পলকে গাও সরি'।

বড় সাধ, শিশুকাল হ'তে,
হে সুকণ্ঠ ! চিনিতে তোমায় ;
পাইনি সন্ধান কোন' মতে,
পাইনি তোমার পরিচয় ;
কত জনে সুধায়েছি নাম,—বলিতে পারে না কেহ, হায় !

সুধায়েছি কবিজন পাশে,
সুধায়েছি কৃষক-বধূরে ;
কেহ শুনি' অন্তরালে হাসে,
কেহ হায় চলে যায় দূরে ;
কোন্ দেশে জনম তোমার ? কিবা নাম—কে বলিবে মোরে ?

নাম তব থাকে, নাহি থাকে,
ডাকিব 'অমৃতকণ্ঠ' ব'লে ;
ভালবেসে যে যা' ব'লে ডাকে,
তাহাতেই পরাণ উথলে ;
হে অমৃতকণ্ঠ ! পাখী মোর, তোর গানে চক্ষু ভরে জলে।

গান—তব শোনে বহু জনে,
না থাকে বা থাকে পরিচয় :
শুনেছি হে, ওই গান শুনে,
গর্ভশায়ী শিশু স্তব্ধ রয় ;
যতদিন নাহি এস ফিরে, ততদিন ভূমিষ্ঠ না হয়।

গাও, তবে, গাওহে আবার,
হর্ষ-শিশু লভিবে জনম !
সুধাপায়ী ! চন্দ্রিকা উদ্গার
কর পুনঃ স্নিগ্ধ মনোরম ;
কোকিল পাপিয়া চাতকেরা স্তব্ধ হ'ল, গাও নিরুপম।

যাহা কিছু মনোজ্ঞ-মধুর,
যাহা কিছু পবিত্র-সুন্দর,
যত আছে ঈপ্সিত-সুদূর,
—চির মুগ্ধ আমার অন্তর—
বলে', পাখী, শীর্ষে সবাকার—হরষ-আপ্লুত ওই স্বর।

বেণু ও বীণা।

বহুদিন, বহুদিন পরে,
পাখী—তোর পেয়েছি রে সাড়া!
বহুদিন, বহুদিন পরে,
প্রাণ মোর পেয়েছে রে ছাড়া!
সাড়া দেছে অন্তরের বীণা, গানের স্পন্দনে পেয়ে নাড়া!

আজ, পাখী, সাধ হয় ফিরে,
ফিরিবারে তারায়, তারায়;—
ব্যগ্র চোখে, সমুন্নত শিরে,
ছেড়ে যেতে পুরাণ ধরায়;—
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি', নিঃশেষিতে সঙ্গীতে ত্বরায়।

তার পর, নৈশ অন্ধকারে,
তোর মত যা'ব মিলাইয়া;
কাজ নাই আনন্দ ঝঙ্কারে,
চলে যা'ব শুষিরে গাহিয়া;
যাহা গাই,—তোর মত যেন, যেতে পারি পুলক ঢালিয়া।

তার পর, কে চিনে না চিনে,
রাখিবনা সন্ধান তাহার;
কণ্ঠ যদি পূর্ণ হয় গানে
তোর মত, গাহিব আবার;
বেশীক্ষণ রহিব না আমি, গান শেষে রহিব না আর।

বেণু ও বীণা।

হে অমৃতকণ্ঠ! হে সুদূর!
মূর্ত্তিমান্ স্বর! সুধাধার!
কণ্ঠ মোর করহে মধুর,
কর মোরে সঙ্গী আপনার,
গান গেয়ে, উল্লাসে উড়িয়া, দিব মোরা অসীমে সাঁতার!

বেদনার বন্ধনের পারে,
চল, পাখী, লইয়া আমায়;—
কষ্ট,— যেথা, ফিরেনা শীৎকারে,
সব ব্যথা সঙ্গীতে ফুরায়;
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি'—সব গান শেষ হ'য়ে যায়।

কর মোরে, অতনু-সুন্দর!
পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রসে;
এই মহা তমিস্র-সাগর
আসে যেন সঙ্গীতের বশে;
তারার জনম দিয়া গানে, দীপ্ত কর এ বিজন দেশে।

অন্ধকারে, পথভ্রান্ত জন
পায় যেন সঙ্গীতে আশ্বাস;—
ঘুচে যেন প্রাণের ক্রন্দন,
ফেলিতে না হয় দীর্ঘশ্বাস,—
অন্ধকারে পায় দেখিবারে—জ্যোতির্ম্ময় আপন নিবাস!

মুক্তি-শিশু—জন্মেনি এখন'
আছে কোন্ গানের প্রত্যাশে!
পাখী! পাখী! তোমার মতন
গান মোরে শিখাও হে এসে!
মুক্তি-শিশু আসুক্ জগতে,—পূর্ণ হ'ক ত্রিলোক হরষে!

মমতা ও ক্ষমতা।

পক্ষি-শাবকেরে বটে সেই স্নেহ করে,—
দৃঢ় মুষ্টি-বলে যা'র কাল ফণী মরে ;
নহিলে বৃথা সে স্নেহ,—শুধু মনস্তাপ ;—
মমতা—ক্ষমতা বিনা, নিষ্ফল প্রলাপ।

নামহীন।

বর্ষাশেষ, সুপ্রভাত, প্রসন্ন আকাশ,—
মহাদ্যুতি ইন্দ্রনীল মণির মতন ;
জলে, স্থলে, ফুলে, ফলে, লাবণ্য-বিকাশ,
পথ, ঘাট, সব—যেন সবুজে মগন।

পুরাণ প্রাচীর খানি সবুজে সবুজ !
আর তা'রে কে বলে' কঙ্কাল-সার আজ ?
দেখ্‌রে নিন্দুক তোরা দেখ্‌রে অবুঝ,
লাবণ্যের বন্যা—মর্ত্ত্যে—নন্দনের সাজ !

অতি ছোট ছোট গাছ—ছেয়েছে প্রাচীর,
নেচে উঠে স-পল্লব আকুল উল্লাসে,
রৌদ্র-ঝিলে করে স্নান, নত করি' শির,
পাখী সম ;—বিচঞ্চল মৃদুল বাতাসে।

বল্ ওরে ছোট গাছ তোদের সুধাই,
নাম কি রে—নাম কি রে—নাম কি তোদের ?
"নাম নাই, আমাদের নাম নাই, ভাই,
হর্ষে আছি,—হর্ষ দি'ছি—এই,—এই ঢের !"

আকাশ-প্রদীপ।

অন্ধকারে জ্বলে ক্ষীণ আকাশ-প্রদীপ,
কতক্ষণ—আছে আয়ু—কতক্ষণ আর ?
হিম-সিন্ধু মাঝে রচি' ক্ষুদ্র মায়া-দ্বীপ,
সে কেবল রশ্মিটুকু করিল বিস্তার !

শাহারজাদী।

কল্পনা-নগরে, শত কবিতা সুন্দরী,
আনন্দে করিত বাস ; সহসা একদা,
কহিলেন লোকেশ্বর, "চাহি আমি নারী
রূপবতী, ভাল মন্দ কুলে নাহি বাধা।"

আনন্দে লাগিল দিতে যত পুরবাসী
কন্যা নিজ ; কে জানিত দিনেকের তরে
সে সম্পর্ক ? পোহাইলে বিবাহের নিশি,
কে জানিত, যা'বে তা'রা স্বপনের পুরে !

ভয়ে নাহি আর কেহ করে কন্যাদান
লোকেশ্বরে ; পরিণাম জেনেছে সকলে ;
ফিরিয়া এসেছি তাই ভবনে আপন,
মানসী কন্যারে মোর কহি' অশ্রুজলে ;—

যা' রে বাছা ! লোকেশের কণ্ঠে দেহ' মালা ;
শাহারজাদীর ভাগ্য লভ' তুমি বালা !